ইউরোপের শহরে শহরে গাজাবাসীর পক্ষে সংহতি

সারে-জমিন

সাচার রিপোর্ট প্রকাশের ১৮ বছর বিষয়ক সেমিনার

রূপসী বাংলা

জর্ডানে মার্কিন সেনার মৃত্যু কি মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে বৃদ্ধি করবে?

সম্পাদকীয়

ভৌত বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল

স্টাডি পয়েন্ট

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৩০ জানুয়ারি, ২০২৪
১৪ মাঘ ১৪৩০
১৭ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

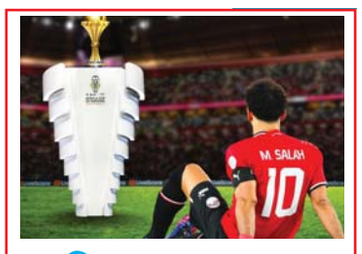

লিভারপুলে বসে মিসরের বিদায় দেখলেন সালাহ

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 29 ■ Daily APONZONE ■ 30 January 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার ৫৬ আসনে ভোট, বাংলায় পাঁচটি আসন

আপনজন ডেস্ক: একদিকে, লোকসভা নির্বাচন নিয়ে দেশে তৎপরতা চলছে, অন্যদিকে, ১৫ টি রাজ্যের ৫৬টি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার ৫৬টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এপ্রিল মাসে এই সমস্ত আসন খালি হচ্ছে, যার উপর নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রাজ্যসভার ৫০ জন সদস্য ২ এপ্রিল অবসর নেবেন, আর ৬ জন সদস্য ৩ এপ্রিল অবসরে যাবেন। যে রাজ্যগুলির রাজ্যসভার সদস্যদের মেয়াদ এপ্রিলে শেষ হচ্ছে সেগুলি হল অন্ধ্র প্রদেশ (৩), বিহার (৬), ছত্তিশগড় (১), গুজরাত (৪), হরিয়ানা (১), হিমাচল প্রদেশ (১), কর্নাটক (৪), মধ্যপ্রদেশ (৫), মহারাষ্ট্র (৬), তেলেঙ্গানা (৩), উত্তর প্রদেশ (১০), উত্তরাখণ্ড (১), পশ্চিমবঙ্গ (৫), ওড়িশা (৩) এবং রাজস্থান (৩)। পশ্চিমবঙ্গে যে পাঁচ সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তারা হলেন, তৃণমূলের শুভাশিস চক্রবর্তী, আবির বিশ্বাস, নাদিমুল হক এবং শান্তনু সেনের। এছাড়া তৃণমূলের সমর্থনে জেতা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভির কার্যকালের মেয়াদও শেষ হচ্ছে।

কেন্দ্র বকেয়া না মেটালে ২ তারিখ থেকে ধর্না: মমতা

সাদ্দাম হোসেন ● শিলিগুড়ি

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে গত শুক্রবার কেন্দ্রকে সতর্ক করেছিলেন রাজ্যের সমস্ত বকেয়া মেটাতে সাত দিনের মধ্যে না মেটালে দল ব্যাপক আন্দোলনে নামবে। সোমবার সেই সুরে আরও একবার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে দুটি সভায় কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দেন। প্রথমে কোচবিহারের রাসমেলার মাঠের প্রশাসনিক সভামঞ্চে ১৯৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। তারপর সেই সভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, একশো দিনের কাজ করিয়েও তাদের শ্রমের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার গরিব মানুষদের জন্য আবাস যোজনার ঘর বরাদ্দ করা হচ্ছে না। ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। তার মধ্যে বকেয়া নাম মেটালে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপাব। একই ভাবে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে এসে রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যার সামনে সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচিতে একই সুরে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন। মমতা বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলার মানুষ ঘর পাবে না আর তোমার অট্টালিকায় থাকবে তা হতে পারে না। এটা কোনওভাবে বরদাস্ত করা যায় না। তবে, তিনি এও জানিয়ে দেন, কেন্দ্রের টাকার পরোয়া করে না রাজ্য। তিনি সব সময় মানুষের পাশে আছেন। তাই এর সমাধান তিনিই করে দেবেন। তাই আবাস যোজনার বরাদ্দ বা ১০০ দিনের কাজের বকেয়া না দলে মমতা সাফ জানিয়ে দেন, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বকেয়া টাকা কেন্দ্র না দিলে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্না শুরু করবে দলীয় কর্মীরা। রাজ্যের প্রতিটি বুথে ধর্না চালাবেন তৃণমূল কর্মীরা। এর জন্য যে ১১ লক্ষ মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা বকেয়া আছে তাদের নিয়ে মিটিং করবেন।

উল্লেখ্য, তৃণমূল সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে কেন্দ্রের পাওনা ৯,৩৩০ কোটি টাকা, ১০ দিনের কাজ থেকে ৬,৯০০ কোটি টাকা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে ৮৩০ কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ৭৭০ কোটি টাকা, স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে ৩৫০ কোটি টাকা, মিড ডে মিলের জন্য ১৭৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য প্রকল্পের জন্য বাংলার পাওনা অর্থ কেন্দ্রে আটকে রেখেছে। যদিও বকেয়া আদায়ের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সক্রিয় রয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে বকেয়া কেন্দ্রীয় তহবিল নিয়ে আলোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈঠকের পর তিনি বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রস্তাব দিয়েছেন, রাজ্য ও কেন্দ্রের আধিকারিকরা একসঙ্গে বসে বিষয়গুলি পরিষ্কার করতে পারেন। এমনকি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের একটি দল নয়াদিল্লি সফরে গিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে। ওইসব আধিকারিকদের মতে, তারা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কথিত অনিয়ম এবং সেগুলি সমাধানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিনিধি দলটি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শৈলেশ কুমার সিংয়ের সাথেও দেখা করেন। মোদি সরকারের কেন্দ্রীয় টাকা দিতে দেরি হওয়ার প্রতিবাদে নভেম্বরে রাজ্য বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল বিধায়করা। তার আগে মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে নয়াদিল্লির রাজঘাটে কেন্দ্রের টাকা দেওয়ার দাবিতে ধর্নায় নেতৃত্ব দেন দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের বকেয়া আটকে রাখা নয়, সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরকে ভোট না দিলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপি জনগণকে হুমকি দিয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে কোচবিহারের স্থানীয়দের, বিশেষ করে রাজবংশীদের ভোটার তালিকায় নাম রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

তিনি বলেন, বিজেপি নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করছে। গেরুয়া শিবিরকে ভোট না দিলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) গোয়েন্দাদের তাদের বাড়িতে পাঠানোর জন্য জনগণকে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তিনি কোনও নির্দিষ্ট দেবতার উপাসনা করার জন্য বিজেপির কোনও আদেশ অনুসরণ করবেন না। মমতা বলেন, আমি রামায়ণ, কুরআন, বাইবেল এবং গুরু গ্রন্থ সাহিব অনুসরণ করি... গরিব মানুষের বাড়িতে গিয়ে বাইরে থেকে আনা খাবার খেয়ে নাটক করি না।' মমতার আরও অভিযোগ, লোকসভা ভোটের আগে রাজনীতি করার জন্য কেন্দ্র সিএএ-র প্রসঙ্গ তুলছে। এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুর দাবি করেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে গোটা দেশে সিএএ লাগু করা হবে।

প্রাথমিকে ১১,৭৬৫ শিক্ষক নিয়োগে জট কাটল

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ জটিলতার অবশেষে নিরসন হল। ২০২২ সালের প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় প্রকাশিত প্যানেলের উপর থেকে স্থগিতাদের প্রত্যাহার করে নিল সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট। তাই নিয়োগ তালিকা অনুযায়ী ১১,৭৬৫ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগে আরও কোনও বাধা থাকল না। গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে জানতে চেয়েছিল প্রাথমিকে কত শূন্য পদ আর সেই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের প্যানেল। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়ে দেয়, প্রাথমিক শিক্ষক পদে ১১,৭৬৫ শূন্যপদ রয়েছে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির ক্ষেত্রে শুধু ডিএলএডরাই আবেদন করতে পারবেন। এই কারণে ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণরা ২০২০ সালে ডিএলএড কোর্সে ভর্তি হন। এরপর ২০২২ সালে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় তারা মার্কিশিট পাননি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ডিএলএড প্রশিক্ষণরতদের আবেদনযোগ্য বললেও বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের বেঞ্চ তা খারিজ করে। এর বিরুদ্ধে মামলা হলে প্রথমে প্যানেলে স্থগিতাদেশ দেয়। সেই স্থগিতাদেশ তুলে নিল সুপ্রিম কোর্ট।

মোদি ক্ষমতায় ফিরলে দেশে আর ভোট হবে না: খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে গণতন্ত্র বাঁচানোর 'শেষ সুযোগ' বলে অভিহিত করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সোমবার বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় ফিরলে দেশের ভবিষ্যতের নির্বাচন রাশিয়ার মতো হবে, যেখানে ভ্লাদিমির পুতিনের অধীনে বিরোধীরা প্রান্তিক খেলোয়াড়।

খাড়গে বলেন, মোদী ফের জিতলে এবং দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম হলে এপ্রিল-মে নির্বাচনই হবে দেশের শেষ নির্বাচন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে দলীয় সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি।

মোদী ক্ষমতায় ফিরলে আর নির্বাচন হবে না। তিনি তা হতে দেবেন না এবং একনায়কতন্ত্র কায়েম হবে। আপনি একমত হোন বা না হোন, এটা এখন ঘটছে। গত পরশু আমাদের একজন নেতা দল বদল করেছেন।

নেতাদের ভয় দেখানোর জন্য, হুমকি দেওয়ার জন্য একের পর এক নোটিস দেওয়া হচ্ছে। আপনারা যদি ওদের (বিরোধীদল) না ছাড়েন, তাহলে আমরা আপনাদের দেখে নেব। ভয়ে কেউ বন্ধুত্বের ইতি টানছেন, কেউ দল ছাড়ছেন, কেউ জোট ছাড়ছেন। নাম না করলেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মহাজোট ছেড়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সঙ্গে জোট বেঁধে ফের সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করেন।

আতঙ্কিত মানুষ থাকলে দেশ বাঁচবে কীভাবে, সংবিধান বাঁচবে কীভাবে, গণতন্ত্র বাঁচবে কীভাবে? এটাই তোমার শেষ সুযোগ। এরপর আর কেউ ভোট দিতে পারবেন না। পুতিনের রাশিয়ার মতো হবে এবারের নির্বাচন। এরপর আর কোনো সুযোগ নেই।

পুতিনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের দমন করে কর্তৃত্ববাদী সরকার চালানোর অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং এর আগের ২০১৮ সালের নির্বাচনে পুতিন ৭৭.৫৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন, যেখানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র ১১.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন।

নীতীশ সম্পর্কে তিনি বলেন, এতে কোনও পার্থক্য হবে না এবং সমস্ত শরিকরা একত্রিত হয়েছে এবং অবশ্যই বিজেপিকে পরাজিত করবে। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি জোট ছাড়লে আমাদের দুর্বল করা যাবে না। আমরা বিজেপিকে পরাজিত করব। জোট থেকে দু-একজন নেতাকে বাদ দিলে কিছু যায় আসে না। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ এবং একসঙ্গে লড়াই করব এবং ওড়িশায় বিজেপি ও বিজেডিকে পরাজিত করব।

মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদ সমীক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ বৃদ্ধি

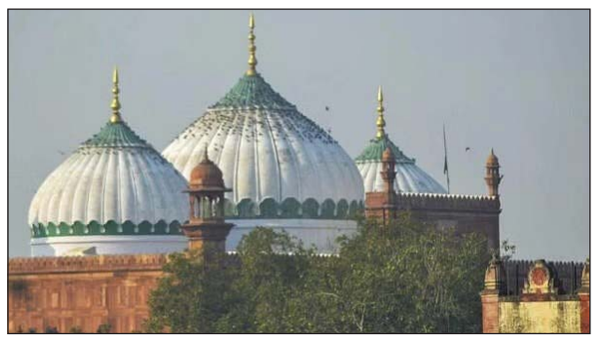

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট মথুরার সংলগ্ন শাহী ঈদগাহ মসজিদ সমীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিল। বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তকে নিয়ে গঠিত দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, শাহী ইদগাহ মসজিদ বিতর্কের ঘটনায় শাহী ঈদগাহ মসজিদের জন্য কমিশন নিয়োগের এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে।

শীর্ষ আদালত কোনও তারিখ না জানিয়ে এপ্রিল মাসের জন্য শুনানি স্থগিত করে দেয় এবং নির্দেশ দেয় যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে আবেদন শেষ করতে হবে ও লিখিত জমা দিতে হবে।

উল্লেখ্য, এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশে শাহী ঈদগাহ মসজিদ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ২০২৩ সালের ২৬ মে হাইকোর্ট মথুরার বিভিন্ন দেওয়ানি আদালত থেকে শাহী ঈদগাহ- কৃষ্ণ জন্মস্থান জমি বিবাদ সংক্রান্ত প্রায় ১৮টি মামলার শুনানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ২০২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট উত্তরপ্রদেশের মথুরার শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির সংলগ্ন শাহী ইদগাহ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক সমীক্ষার অনুমতি দেয়।

এরপরে আদালত হরিশঙ্কর জৈন এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে দেবতার (ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বিরাজমান) পক্ষে দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে এই আদেশ দেয়। আবেদনকারীদের দাবি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের একাংশ ভেঙে মসজিদটি তৈরি করেছিলেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। আবেদনকারীরা পুরো ১৩.৩৭ একর জমির মালিকানা দাবি করেছেন যার উপর কাঠামোগুলি অবস্থিত। তারা শাহী ইদগাহ মসজিদ কমিটি এবং শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমি ট্রাস্টের মধ্যে ১৯৬৮ সালের চুক্তিকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, যা মসজিদটিকে যে জমিতে অবস্থিত ছিল তা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

স্টল নং ৪৬৬
(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

প্রকাশিত হল
ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত
জাইদুল হক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

প্রকাশিত হল
ব্র্যান্ড ফকিরের
জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

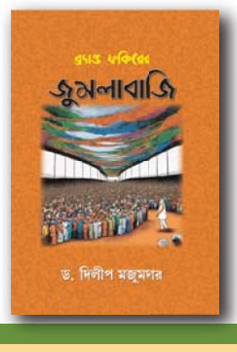

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই

মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

ট্রেনের ধাক্কায় নাবালিকার মৃত্যু কীর্ণাহারে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু বছর সাতেকের অনিন্দিতার,গুরুতর আহত তার ঠাকুমা যোগমায়া হাজরা।
কীর্ণাহারের জুবুটীয়া সংলগ্ন রেললাইনে রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হলো বছর সাতেকের শিশুকন্যার।স্থানীয় সূত্র মারফৎ জানা গেছে আজ সকাল এগারোটা নাগাদ রেললাইন সংলগ্ন স্থানে ঠাকুমার সঙ্গে গিয়েছিল অনিন্দিতা হাজরা নামের ঐ শিশুকন্যা। অনুমান করা হচ্ছে অসাবধানতাবশত খেলা করতে করতে রেল লাইনের কাছাকাছি স্থানে চলে যায় অনিন্দিতা, আর ঠিক সেই সময়েই আসে আহমদপুর-কাটোয়াগামী রেল,ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ঐ শিশুকন্যার,গুরুতর আহত ঠাকুমা যোগমায়া হাজরা। খবর পেয়েই ছুটে যায় স্থানীয়রা, ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রেল পুলিশ,আধিকারিক ও স্থানীয় থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই আহত মহিলাকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যোগাদ্যামাতার মেলা পার্বণ ইন্দাসে

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বছরেও ৭ই মাঘ থেকে ১২ই মাঘ পর্যন্ত দুই ব্লক ইন্দাস ও পাত্রসায়েরের মিলন স্থলে, পার্টীত, মহেশপুর ও সুখ সায়ের ৩টি গ্রামের সম্মিলিত উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল শ্রী শ্রী যোগাদ্য মাতার পূর্ণ সম্প্রীতির গ্রামীণ মেলা। ২২ জানুয়ারি হইতে বিকাল পাঁচটায় মেলাটি শুরু হয়। ঐদিন সরস্বতী একাডেমীর নিত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। দিগ্বিজয়ী অপেরার "খুনি বউয়ের ফাঁসি চাই" এবং শিল্পী লোক অপেরার যাত্রা পালা "ছেলের রক্তে মায়ের পূজা।" প্রতি দিনই ভিড়ে জমজমাট মেলা প্রাঙ্গণ। সামাজিক শিক্ষামূলক মাটির মূর্তিও সবার নজর কাড়ে। বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে মেলার প্রাণ প্রতিমা এলাকাস্থিত শ্রী শ্রী যোগাদ্যামাতার নির্দেশানুসারে মেলা প্রাঙ্গণে অবস্থিত মন্দিরে কোন মূর্তি পূজা হয় না। মেলা কমিটি সম্পাদক অমিয় কুমার সরকার, সভাপতি ইবাদালি মন্ডল ও কোষাধ্যক্ষ রবীন চৌধুরী জানান, মেলার আয় থেকে বিভিন্ন সময়ে সমাজসেবা মূলক কাজও করা হয়।

সরকারি গেস্ট হাউসে রাহুল অনুমতি পেলেন না মধ্যাহ্নভোজনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সরকারি গেস্ট হাউসে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গাঁন্ধীকে মধ্যাহ্নভোজ করার অনুমতি দিল না মালদা জেলা প্রশাসন।
৩১জানুয়ারী মালদাতে প্রবেশ করবে কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রা। তাই সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গাঁন্ধীর মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল রতুয়া থানার ভালুকার সেচ দপ্তরের গেষ্ট হাউসে।জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদনও করা হয়।কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে তা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ৩১ জানুয়ারি মালদায় পৌঁছচ্ছে রাহুল গান্ধির ভারত জোরো ন্যায় যাত্রা।সেই দিনই মালদায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আর হাই ভোল্টেজ বুধবারকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বমুখী জেলার রাজনীতির পারদ।রাহুল গান্ধীর পদ যাত্রাকে স্বাগত জানাতে হরিশ্চন্দ্রপুরে জোর কদমে চলছে কংগ্রেসের প্রস্তুতি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,৩১ জানুয়ারি সকাল এগারোটা নাগাদ কটিহার-লাভা ৩১ নং জাতীয় সড়ক ধরে মালদায় প্রবেশ করছে রাহুলের পদ যাত্রা।বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা মোহড়া পাড়া থেকে শুরু করে খোপাকাটি ও তেলজান্না মোড় হয়ে ভালুকায় পৌঁছবে এই পদ যাত্রা। ভালুকায় দুপুরে আহার করে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা হবে রাহুলের পদ যাত্রা।
তাই রাহুলকে স্বাগত জানাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহড়া পাড়ায় চলছে প্রস্তুতি।তৈরি হচ্ছে বড়ো বড়ো স্বাগতম প্রবেশদ্বার ও মঞ্চ।বাংলা ও বিহারের কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা দফায় দফায় এসে প্রস্তুতি পর্ব পরিদর্শন করে যাচ্ছেন।মালদার মানুষ রাহুলকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।রাহুলের কর্মসূচিতে জনপ্লাবন হবে বলে মনে করছেন কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা।

সরকারি স্কুলে সূচনা হল ইলেক্ট্রনিক্স ল্যাবের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া ২ ব্লকের দিঘড়া মালিকবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দিঘড়া হরদয়াল বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সাথে "ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনের" অটোমোটিভ ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের ল্যাব উদ্বোধন হয়। সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে ২০১৯ সালে এই বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের ২ টি বিষয় অটোমোটিভ এবং ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের হাতে কলমে শিক্ষাদান শুরু হয়। মাধ্যমিকে ঐচ্ছিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে মূল ৫ টি বিষয়ের সঙ্গে এই ২ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ল্যাবের সরঞ্জাম ও পরিকাঠামোর অভাবে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে শিখতে একটু অসুবিধে হচ্ছিলো। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এইদিন ল্যাবের উদ্বোধন করা হয়। ল্যাব উদ্বোধনের পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন কার্যকরী মডেল প্রদর্শিত হয়। একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী দেবদূতা বসাক ব্যাটারিচালিত গাড়ি, বিশ্বলেখা পাল হাইড্রোলিক গাড়ি লিফটিং বে এবং ছাত্র সায়ন লোধ ইলেকট্রনিক টেস্টার প্রদর্শিত করে। এই ল্যাব উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবড়া ২ এর সহ সভাপতি আরিফুল ইসলাম, দিঘড়া মালিকবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজাউল রহমান। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডঃ বিপ্লব বাগচী বলেন "বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষার উৎসাহ দিতে আমরা এই ২ টি ল্যাব তৈরি করেছি। এবার পড়ুয়াদের দক্ষতার বিকাশ ঘটবে এই হাতে কলমে শিক্ষার ফলে"। অটোমোটিভ বিষয়ের শিক্ষক গোবিন্দ সাহু বলেন, সরকারি বিদ্যালয়ের গ্রামাঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এই বৃত্তিমূলক বিষয়ের দ্বারা।

জোট জট নিয়ে অনীহা প্রকাশে অধীরকে নিশানা অভিষেকের

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: আসন রফায় অনীহা। তৃণমূল সুপ্রিমোকে লাগাতার আক্রমণ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। উপরন্তু কংগ্রেসের জমিদারি মেজাজ! এই ত্রিফলাই ভেস্তে দিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট। সোমবার কার্যত সেকথাই বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটের সলতে পাকানো শুরু হতেই কংগ্রেসকে আক্রমণ করা বন্ধ করে দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেও হাত শিবিরকে নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটধর্ম পালন করেছিল ঘাসফুল শিবির। অথচ জোট প্রক্রিয়া চলাকালীন গত সাতমাস ধরে মমতাকে লাগাতার নিশানা করেছেন অধীর চৌধুরী। অভিষেকের কথায়,"বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ তাঁকেই বারবার নিশানা করেছেন অধীর। বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চেয়েছেন। বাংলার বঞ্চনা নিয়ে কতবার সরব হয়েছেন তিনি?" ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের আরও সংযোজন, "ইন্ডিয়া জোট মানুষের জোট। মানুষ ঠিক করুক কাকে ভোট দেবেন।" আসনরফা নিয়েও কংগ্রেসের কোর্টে বল ঠেললেন অভিষেক। আসন সমঝোতা করতে কংগ্রসকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু তাতে আমল দেয়নি কংগ্রেস। তাদের এই আচরণ নিয়ে 'ক্ষুব্ধ' অভিষেক। বলেন, "কংগ্রেস আসনরফা নিয়ে আলোচনা করেনি। কার জন্য আসন সমঝোতা হল না মানুষ বুঝবে।" অভিযোগ, বারবার তৃণমূলের আসনরফার প্রস্তাব ঝুলিয়ে রেখেছে হাত শিবির। আলোচনায় বসেনি তারা। কংগ্রেসের এহেন জমিদারি মেজাজ কোনওদিন মেনে নেয়নি রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলে নেত্রী শুরু থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, জোট করতে হলে জমিদারি মেজাজ ছাড়বে হবে কংগ্রেসকে। তার পরেও কংগ্রেসের আচরণে বদলায়নি। এর পরই বঙ্গে তৃণমূল একাই ভোটে লড়বে বলে স্পষ্ট করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সে কথাই শোনা গেল তৃণমূলের সেনাপতির গলাতেও।

সাচার রিপোর্ট প্রকাশের ১৮ বছর বিষয়ক সেমিনার বহরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: ভারতে মুসলমান সমাজের নানান সমস্যা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দেশের নিরিখে তাঁদের অবস্থান কী শিক্ষাগত দিক থেকে, কী অর্থনৈতিক দিক থেকে, কী সামাজিক দিক থেকে?
২০০৬ সালে বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার কে কমিটির প্রধান করে একটি রির্পোট পেশ করেন ,যেটা সাচার রির্পোট নামে প্রকাশিত হয়। সেই রির্পোট প্রকাশের আঠারো বছর আজ অতিবাহিত সেই বিষয়কে সামনে রেখে বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হল।
২০০৬ সালে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সাচার কমিটি।যে কমিটির শীর্ষে ছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রাজেন্দ্র কুমার সাচার। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সরকার এই নির্দেশ এই রির্পোট তৈরী হয় । এই সেমিনার এ উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ হাইকোর্টের আইনজীবি সরদার আমজাদ আলী ,ড. আফসার আলী ও ড. আনিসুজ্জামান। এর পাশাপাশি "সাচার কমিটির আঠারো বছর-একটি পূনর্মূল্যায়ন" নামে একটি বই প্রকাশ হয়।
রবিবার বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে বইটির মলাট উন্মোচিত হয়।
ওইদিন মঞ্চের পক্ষ থেকে একই বিষয়ে একটি আলোচনা সভার ও আয়োজন করা হয়েছিল।
আলোচনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সর্দার আলী আমজাদ, সিধো কানহু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আফসার আলী সহ অন্যরা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে কোথায় এখনও গলদ রয়েছে। কোথায় সমাধান হয়েছে সাচার রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিম সমাজের সমস্যা, বর্তমানে এর বাস্তবতা।
প্রকাশিত গ্রন্থে সন্তোষ রাণার একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। সাচার রিপোর্টঃ মুসলমানদের বঞ্চনা, বৈষম্য ও অবদমনের দলিল প্রবন্ধে তিনি দাবি করেছিলেন, "শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি আইনি ব্যবস্থা না নিলে মুসলমানদের জন্য যা কিছুই করা হোক না কেন, তার সুফল তাঁদের কাছে পৌঁছবে না। ভারত সরকার সেই মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছেন।"
প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ বর্তমান তৃণমূল নেতা মইনুল হাসান লিখেছেন "এখনও মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার অভাব আছে। এব্যপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা বেসরকারি উদ্যোগ অনেক থাকে। সেগুলো কার্যকরী অনেক। কিন্তু সরকারি উদ্যোগ ছাড়া বিষয়টি পূর্ণতা পেতে পারে না। সারা দেশে মুসলমান বাড়ির ছাত্রদের মধ্যে মাত্র চার শতাংশ মাদ্রাসায় পড়ে। প্রায় সবাই পড়ে সাধারণ বিদ্যালয় বা কলেজে। সেখানে এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। কাছাকাছি হতে হবে, যাতে মেয়েরদের ও পড়াশুনার হার বাড়ে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে। কিন্তু এখনও কম বয়সে বিয়ের প্রবণতা কিন্তু কমে নি। ফলে উচ্চশিক্ষায় মুসলমান বাড়ির মেয়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছে মেয়েরা শিক্ষা না পেলে সমাজ এগোতে পারে না।"
সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেওয়া, জেলায় মেয়েদের জন্য আরও তিনটি কলেজ স্থাপন করা ,ভাবতা কলেজ দ্রুত বাস্তবায়ন , জেলায় আরো মহিলা কলেজ তৈরী করা সহ জেলায় আরো একটি মেডিক্যাল কলেজের দাবি তোলেন মঞ্চের সভাপতি ডাঃ মীর হাসনাত আলী। দীর্ঘদিন যাবৎ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি থমকে আছে।। সে প্রসঙ্গে হাসনাত বলেন, "ওই ক্যাম্পাস কেন্দ্র সরকারের অধীন, রাজ্য সরকারের কিছু করবার নেই। কিন্তু কেন্দ্র কোনও টাকা মঞ্জুর না করায় নামেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আছে কিছুই নেই। অথচ যা জায়গা আর সুবিধা আছে তাতে ভারতের মধ্যে সবথেকে বড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হত মুর্শিদাবাদের ক্যাম্পাসটি।।কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের লড়াইয়ের কোনও দাম পাইনি।" অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বইটির কার্যকরী সম্পাদক হাসিবুর লিখেছেন, "ভারতীয় সংখ্যালঘুদের মনের ভাষা বুঝতে অনেকেই চান না। যাঁরা চান রাজনৈতিক স্বার্থে 'ভোট ব্যঙ্কার' হিসেবে। ফলে সরকারি উন্নয়নের রোডম্যাপ আর শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের দুয়ারে পৌঁছতে পারে না।"
এছাড়াও বইটিতে আরো অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। গোটা অনুষ্ঠানটি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়।

জমিয়ত-এর ব্যবস্থাপনায় দুঃস্থদের সেবা

জামিলুর রহমান ● ইন্দাস

আপনজন: রবিবার অপরাহ্নে, বাঁকুড়া জেলা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে, জেলা আইটি সেল উদ্যোগে-জনসেবার জমিয়ত এর ব্যাবস্থাপনায় দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ কর্মসূচী পালিত হয় ইন্দাস ব্লকের রোল এ। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক হযরত হাফিজ আকিল আহমাদ সাহেব, জেলা সহ-সভাপতি হযরত মাওঃ ইউনাস সাহেব,সহ-সম্পাদক ডাঃ নিয়ামতআলী মণ্ডল সাহেব, ইন্দাস ব্লকের সভাপতি কাজী শাহাবুদ্দিন সাহেব, সম্পাদক নুরুল ইসলাম সাহেব, রোল শাখার সভাপতি আব্দুস শুকুর মল্লিক সাহেব, জেলা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও জেলা ইমাম পরিষদের সম্পাদক মাওঃ শরিফুল ইসলাম সাহেব,রাজ্য আই টি সেল এর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার পর্যবেক্ষক মহঃ আজিজ মণ্ডল সাহেব, জেলা আইটি সেল-এর ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট শাকিল আক্তার, জেলা আইটি সেল-এর সদস্য হারুন আল্ রশীদ

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ধরর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার বিজেপি নেতা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন বিজেপি নেতা তরুণ সামন্ত। তার বিরুদ্ধে সোনামুখীতে বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণ, মৃত্যুর প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এরপর বিজেপি নেত্রীর বাড়ির লোকজন বিষ্ণপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক তরুণ সামন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান সোনামুখী থানায়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত বিজেপি নেতা পলাতক ছিলেন। সোমবারগ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত বিজেপি নেতা তরুণ সামন্তকে। মঙ্গলবার তাকে তোলা হবে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে। আইন আইনের পথে চলবে তবে তরুণ সামন্ত ভালো মানুষ ছিল দাবি বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শপথ গ্রহণ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ কর্মসূচি । সোমবার দুপুরে মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় সংঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব ও পৌরসভার কাউন্সিলর। এদিন মালদা জেলার ১৭টি ব্লক থেকে মহিলা নেত্রীরা উপস্থিত হয়েছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতা করেন তৃণমূল নেতৃত্ব।
তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বড়, মেজ, ছোট দাড়ি রাখছেন, তা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। নির্বাচনের আগে রাম মন্দির নিয়ে রাজনীতি করছেন প্রধানমন্ত্রী।
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রত্যেকের একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দিবেন। কোন প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেন না। গরিব মানুষের ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বিজেপির স্লোগান মোদি হ্যায় তো মুমকিন হে, তা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য যা করেছেন বিগত দিনে কোন মুখ্যমন্ত্রী তা করেননি। আগামী লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের বড় ভূমিকা রয়েছে।
ইতিমধ্যে রাজ্যে ২৩ টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৩০ তম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মালদায়। ইতিমধ্যে প্রায় ১১ হাজার পাড়া বৈঠক করা হয়েছে। প্রায় দেড় মাস ধরে আয়োজন করা হয় পাড়া বৈঠকের। এদিন মালদা জেলাতেও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মহিলাদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সেহারাবাজার মাদ্রাসায় দস্তারবন্দী মজলিশ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রাজ্যের অন্যতম দ্বীনি মাদ্রাসা দারুল উলুম সেহারা বাজারে অনুষ্ঠিত হল দস্তারবন্দী দুয়ার মজলিস। এই মজলিস থেকে ৪৪ জন হাফেজ মাওলানা মুফতি কে তাদের কোর্স কমপ্লিট করার পর উপহার সহ পাগড়ি পড়ানো হয় ।এই দস্তার বন্দী দোয়ার মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দারুল উলুম দেওবন্দের সিনিয়র অধ্যাপক মুফতি সালমান মনসুর পুরী, অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত হয়েছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মাওলানা মনজুর আলম, উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা দারুল উলুম সেহারা বাজারের সভাপতি আজিজুল হক কাসেমী, উপস্থিত ছিলেন বাংলার অন্যতম বাগ্মী মাওলানা নুর আলম। সেহারাবাজার মাদ্রাসা দারুল উলুম এর সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন সাহেব বলেন প্রতিবছর বুখারি খতম উপলক্ষে তারা দস্তারবন্দী দুয়ার মজলিস করে থাকেন। রাজ্যের অন্যতম পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা সেহারাবাজার মাদ্রাসা দারুল উলুম দ্বীনের বহুমুখী খিদমতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে ।এখানকার আলেম-ওলামারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চ মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের পাঠদান করেন । মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে আসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে । পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম ,ঝাড়খন্ড এর ছেলেরা এখানে পড়াশোনা করে। বাংলার বিখ্যাত মুফতি মুহাদ্দিসিন রা এই মাদ্রাসার শিক্ষকতা করছেন যেমন মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী , মুফতি হোসাইন আহমেদ সহ অনেক বিশিষ্ট আলেমরা ।সম্পাদক হাজি কুতুবুদ্দিন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দেন।এই দস্তারবন্দী দুয়ার মজলিসে সেহারাবাজার মাদ্রাসা দারুল উলুমের ভুয়সি প্রশংসা করেন প্রধান অতিথি সালমান মনসুরপুরি তিনি বলেন, মাদ্রাসা দারুল উলুম ও তার খাদিমেরা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে আল্লাহপাক তাকে তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করবেন। বুখারি শরিফ কোরআন শরীফের পর মুসলিম সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব বা বই। দোয়ার মজলিস সাফল্য মন্ডিত করতে মাদ্রাসা দারুল উলুম এর সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন, কার্যকরী সম্পাদক হাজী আশরাফ আলি, মুফতি জাকির হোসেন ,মুফতি হোসেন কাসেমী,মুফতি ইব্রাহিম সহ মাদ্রাসার শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন। কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে দুয়ার মজলিস সফল করে তোলেন।

সোনার বিস্কুট সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা স্বরূপনগর থানার গাবোর্ডা সীমান্ত থেকে ১০টি সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার পাচারকারী । ১০২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা স্বরূপনগরের গাবোর্ডা সীমান্ত থেকে ১০টি সোনার বিস্কুট সহ হাতেনাতে পাকড়াও করে পাচারকারীকে । সোনার বিস্কুট সহ ধৃত অভিজিত ব্যানার্জিকে তেঁতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিএসএফের ১০২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে ।

জমিয়তে উলামায়ে বাংলার মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙ্গা

আপনজন: দাদা হুজুর প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে বাংলা একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। উত্তর ২৪ পরগনা আমডাঙ্গা অঞ্চল কমিটির পরিচালনায়, বিরাট এক বস্ত্র বিতরণ এবং জিকিরের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
সংগঠনের সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানব সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে, সমাজের দুস্থ, অনাথ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের বস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। আপনাকে অঞ্চল কমিটির সুহানা খানকায়ে সিদ্দিকিয়া এদিনে অনুষ্ঠিত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান থেকে ৭০ জন দুস্থ মানুষ শীত বস্ত্র পেয়ে আনন্দিত। এদিন বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয় বস্ত্র বিতরণ এবং বাদ মাগরিব জিকিরের জামাত পরিচালনা করেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আল্লামা আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল কমিটির সভাপতি মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান সাহেব, সম্পাদক মোঃ আবুজার রহমান, থানা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল জলিল সাহেব, সম্পাদক মাওলানা মোস্তাক আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানের কনভেনার মোঃ গোলাম আম্বিয়া সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।
আমডাঙ্গা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক মোঃ আবুজার রহমান বলেন, এদিন অনুষ্ঠান থেকে ৭০ জন দুঃস্থ মানুষ শীতবস্ত্র পেয়েছেন। শুধু নয়, তার সাথে সাথে এক ক্যান্সার রোগীকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে জমিয়তে উলামায়ে বাংলা অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে, আমরা খুবই আনন্দিত।আমরা এই ধরনের কাজ ভবিষ্যতেও করে যেতে চাই।

প্রথম নজর

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৬ হাজার ৪০০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েলি বর্বরোচিত আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৬ হাজার ৪০০ জনে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার (২৯ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। বিবৃতিতে আরো জানানো হয়, রোববার সকাল ৬টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত আরো দেড় শতাধিক ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২৯০ জন। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, খান ইউনিসে এখনও চালানো হচ্ছে ভয়াবহ তাণ্ডব। রাতভর গুলিবর্ষণ আর বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে উপত্যকাটি। আল শিফা, আল নাসেরসহ প্রায় সব হাসপাতালেই আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। হামলা চালানো হচ্ছে শরণার্থী শিবিরগুলোতেও।

এদিকে তেল আবিবের বিমান হামলায় উত্তর গাজায় অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছে ফিলিস্তিতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এছাড়া, খান ইউনিসে ইসরায়েলি সেনাদের নৃশংসতায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৪ জন।

অপরদিকে, হামাসের আকস্মিক আক্রমণে ১২০০ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছে। আকস্মিক এই হামলায় জিম্মি করা হয় ২৪০ জন ইসরায়েলিকে।

মালদ্বীপের সংসদে এমপিদের কিল-ঘুষি, চুল টানাটানি!

আপনজন ডেস্ক: মালদ্বীপের সংসদের ভেতর মারামারির ঘটনা ঘটেছে। রোববার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজুর মন্ত্রিসভার সদস্যদের অনুমোদন দিতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন বসে। সেখানেই চুল ধরে টানাটানি ও ধস্তাধস্তিতে জড়ান দুই এমপি। মালদ্বীপের সংবাদমাধ্যম আধাদু জানিয়েছে, এদিন ক্ষমতাসীন জোট ও বিরোধী দলের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। এ সময় এমপিরা একে-অপরকে কিল ঘুষিও মেরেছেন। মারামারির কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। জানা গেছে, বিরোধী দলের এমপিদের চেম্বারে প্রবেশে বাধা দেয় সরকার দলের এমপিরা। পরে বিরোধী দলের এমপিরা নতুন চার মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিলে অসম্মতি জানায়। এরপরই তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়।

এ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট মুইজ্জোর জোট একটি বিবৃতি দিয়েছে। তারা বলেছে, মন্ত্রীসভার সংযোজন বিলে সম্মতি না দিয়ে সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত করেছে বিরোধী দলের এমপিরা। তারা স্পিকারের পদত্যাগও দাবি করেছে।

যেসব ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে, বিরোধী দলের এমপি ইসাকে বাধা দিচ্ছেন সরকারি জোটের এমপি আব্দুল্লাহ শাহীম। ওই সময় আব্দুল্লাহ শাহীমের চুল ধরে টানাটানি করেন ইসা। এছাড়া তাকে লাথিও মারেন তিনি।

ইউরোপের শহরে শহরে গাজাবাসীর পক্ষে সংহতি

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় শহরে গাজাবাসীর প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি সপ্তাহের মতো গত ২৭ জানুয়ারি বিশ্বের বড় শহরগুলোতে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানানো হয়। ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে বিক্ষোভকারীরা গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ বন্ধ এবং স্বাধীনতার দাবি জানায়।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতিতে বিশাল সমাবেশ হয়।

এতে অংশ নেওয়া ১৫ হাজারের বেশি মানুষ গাজায় চলমান যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ এবং ইসরায়েলের দখলদারি বন্ধের আহ্বান জানায়।

এ সময় তারা তেলআবিবকে সহযোগিতা করায় যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনের নিন্দা জানায়।

এদিকে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে বিক্ষোভকারীরা গাজায় অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধের দাবি জানায়। এ সময় তারা ইসরায়েলের প্রতি জার্মান সরকারের নিঃশর্ত সমর্থনের নিন্দা জানায়।

তা ছাড়া গ্রিসের রাজধানী এথেন্সেও ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে ফ্রিডম পার্কে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়। তারা গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সাহায্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

এদিকে হামাসের হামলার সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের জন্য জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (ইউএনআরডাব্লিউএ) কর্মীরা জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ইসরায়েল। এ অভিযোগে এরই মধ্যে ব্রিটেন, ইতালি, ফিনল্যান্ডসহ ১০টি দেশ সংস্থাটির তহবিল স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা আগে থেকে তহবিল স্থগিত রাখে। এরই মধ্যে সংস্থাটির ১২ কর্মীকে বরখাস্ত করে এ ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে গাজায় রক্তক্ষয়ী সামরিক অভিযান থামাতে দক্ষিণ আফ্রিকার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলকে ‘গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড’ ঠেকাতে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয় আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (আইসিজে)। ফিলিস্তিনিরা স্বাগত জানালেও ইসরায়েলি সরকার আদালতের এই নির্দেশনাকে উড়িয়ে দিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ২৬ হাজার ২৫৭ জন নিহত এবং ৬৪ হাজার ৭৯৭ জন আহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

ইসরায়েলের অস্ত্র দিয়েই ইসরায়েলকে ঘায়েল করছে হামাস!

আপনজন: প্রায় চার মাস ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ চলছে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে। এ যুদ্ধে বিশ্বের অন্যতম সামরিক পরাশক্তি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বেশ ভালোভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। কিন্তু ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাস এতো অস্ত্র কোথা থেকে পাচ্ছে, সেই প্রশ্ন ছিল শুরু থেকেই। এবার এ নিয়ে পাওয়া গেল এক বিস্ফোরক তথ্য। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা ও এরপর গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হামাস যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তার বড় অংশ এসেছে ‘অস্বাভাবিক’ একটি উৎস থেকে। ইসরায়েলের সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে, সেই উৎস হলো খোদ ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। কয়েক দশকের মধ্যে ইসরায়েলে সবচেয়ে বিধ্বংসী হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। হামলায় কয়েক হাজার রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, বিস্ফোরক, ছোট ও হালকা অস্ত্র এবং প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে হামাস। প্রায় ১৭ বছর ধরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা গাজা। এছাড়া আকাশ ও নৌপথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল। তা সত্ত্বেও হামাসের হামলায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের ব্যবহারে কীভাবে হলো তা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিজেদের বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও উপকারী বিদেশি বন্ধুর সহায়তায় এটি সম্ভব হয়েছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞরা মত দেন।

এছাড়া অনেক সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর অবরোধের মধ্যেও হামাসের কাছে এত ভারী অস্ত্র থাকার কারণ হলো, গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে তৈরি করা পথে চোরাচালানের মাধ্যমে এসব অস্ত্র তাদের হাতে আসে।কিন্তু ইসরায়েল ও পশ্চিমা দেশগুলোর গোয়েন্দাদের সাম্প্রতিক দেওয়া তথ্যে উঠে এসেছে, ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে হামাসের ব্যবহার করা অস্ত্রের অন্যতম উৎস ইসরায়েল। গাজা উপত্যকায় দখলদার দেশটির ফেলা অবিস্ফোরিত হাজার হাজার গোলাবারুদ দিয়ে নিজেদের জন্য রকেট ও ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা তৈরি হয়েছে হামাসের। এছাড়া ৭ অক্টোবর হামলার সময় ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি থেকে লুট করা অস্ত্রও হামাস তাদের যোদ্ধাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। গত কয়েক মাসের লড়াইয়ের সময়ে সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্যে উঠে এসেছে, হামাসের সম্পর্কে ৭ অক্টোবরের আগে যা মূল্যায়ন করা হয়েছে তা ভুল। তেমনি তাদের সামরিক সক্ষমতার বিষয়টিকেও ছোট করে দেখেছে ইসরায়েল। বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, বিগত ১৭ বছরের গাজা অবরোধকালে সেখানে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেছে, এখন সেগুলোই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

সম্প্রতি ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিন হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলে ঢোকার কয়েক ঘণ্টা পর রেইম সামরিক ঘাঁটির বাইরে সশস্ত্র এক হামাস যোদ্ধার মরদেহ দেখতে পান ইসরায়েলি সেনারা। তার শরীরে একটি গ্রেনেড বাঁধা ছিল। ইসরায়েলি সেনাদের একজন বলেন, ‘গ্রেনেডে হিব্রু ভাষায় লেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।’ তিনি চিনতে পারেন, সেটি ইসরায়েলের তৈরি নতুন মডেলের বুলেটপ্রুফ গ্রেনেড।

মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার দায় স্বীকার ইরাকি প্রতিরোধ গোষ্ঠীর

আপনজন ডেস্ক: জর্ডান-সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার দায় স্বীকার করেছে ইরাকের একটি প্রতিরোধ গোষ্ঠী।

গোষ্ঠীটি নিজেদের ‘ইসলামিক রেজিস্ট্যানস’ দাবি করে বলেছে, ফিলিস্তিনের গাজায় ‘ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞের জবাব’ হিসেবে চার মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।

গত রোববার (২৮ জানুয়ারি) জর্ডানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিরিয়া সীমান্তের কাছে ‘টাওয়ার ২২’ খ্যাত মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে। এতে তিন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৩৪ জন।

এ হামলার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ক্যামেরুন ইরান সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন।

বাইডেন বলেছেন, ‘ইরান সমর্থিত উগ্র সশস্ত্র গোষ্ঠী এই হামলা চালিয়েছে।’

তবে ক্যামেরন ও বাইডেনের অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে ইরান।

সোমবার (২৯ জানুয়ারি) বার্তা সংস্থা আইআরএনএ’কে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানির বলেন, আমরা আগেও বলেছি আর এখনো বলছি যে, বিরোধী গোষ্ঠীগুলো এই অঞ্চলে সংঘটিত গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে কাজ করে। তারা ইরানের সরকার থেকে কোনো ধরনের আদেশ গ্রহণ করে না।

ড্রোন হামলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের বক্তব্য পাল্টা বক্তব্যের মধ্যে হামলার দায় স্বীকার করলো ইরাকের গোষ্ঠীটি।

সোমবার (২৯ জানুয়ারি) গোষ্ঠীটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ইরাক ও এই অঞ্চলে মার্কিন দখলদার বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের লড়াই অব্যাহত রয়েছে।’

আরো বলা হয়েছে, গাজায় আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে জায়নবাদী রাষ্ট্রের গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় ইরাকের ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা রোববার ভোরে চার শত্রু ঘাঁটি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। যার তিনটি সিরিয়ায় এবং চতুর্থটি আমাদের অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে।

গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে গোষ্ঠীটি ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সেনাদের অবস্থান ও ঘাঁটিতে কয়েক ডজন হামলার দায় স্বীকার করেছে।

তবে এসব হামলায় কোনো মার্কিন সেনা নিহত হয়নি। জর্ডানেই প্রথম হতাহতের ঘটনা ঘটলো। এই হামলার কঠোর জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাইডেন। বলেছেন, কোনো সন্দেহ নেই, হামলায় দায়ীদেরকে সময় মতো ধরব আমরা।

হামাসকে পরাজিত করতে এক প্রজন্ম লেগে যেতে পারে: ইসরায়েলের মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার মন্ত্রী বেনি গান্টজ বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ‘১০ বছর, এমনকি পুরো একটি প্রজন্ম’ স্থায়ী হতে পারে।

তিনি গাজায় হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করার জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে গাজার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের তিনি বলেন, হামাসকে ধ্বংস করার সময় আছে, জিম্মিদের জন্য আর সময় বাকি নেই, এই মুহূর্তে তারাই অগ্রাধিকার। বেনি গান্টজ বলেন, হুমকি পুরোপুরি অপসারণ করতে সময় লাগবে, আমরা গ্রীষ্মের মধ্যে তুলনামূলক সুরক্ষা আশা করছি।

এ সময় তিনি বলেন, গাজার সৈন্যরা শিগগিরই মিশরের সীমান্তবর্তী রাফাহ শহরে পৌঁছাবে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্বের শীর্ষ ধনী হলেন বার্নার্ড আর্নল্ট

আপনজন ডেস্ক: ইলন মাস্ককে টপকে বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন ফরাসি ধনকুবের সিইও বার্নার্ড আর্নল্ট।

সোমবার (২৯ জানুয়ারি) বিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত তালিকায় বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত মার্কিন ধনকুবের মাস্ক।

জানা গেছে, মাস্কের চেয়ে তার সম্পদ ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার বেশি হওয়ায় শীর্ষে উঠে এসেছেন ফরাসি ধনকুবের বার্নার্ড আর্নল্ট। তিনি বিলাসবহুল পণ্য এলভিএমএইচ মোয়েত হেনেসি লুই ভিতনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তার মোট সম্পদের পরিমাণ ২০৭.৬ বিলিয়ন ডলার।

এদিকে স্পেসএক্স, টেসলা, টুইটার, নিউরালিংক, দ্য বোরিং কোম্পানিসহ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ইলন মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ ২০৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস। তার মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।

ফোর্বসের তালিকায় শীর্ষ দশে থাকা নয়জনই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

জর্ডানে ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: জর্ডানে ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের তিন সেনা নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ২৫ জন। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে রোববার এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। বিবৃতিতে বলা হয়, সিরিয়া সীমান্তের কাছে জর্ডানের উত্তরপূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঘাঁটিতে একটি ড্রোন হামলায় হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৮ মি.

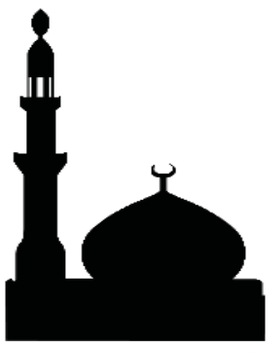

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৩	৬.১৬
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৭	
মাগরিব	৫.২৮	
এশা	৬.৪০	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

ব্রাজিলে বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ৭

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলে বিমান দুর্ঘটনায় সাত জন নিহত হয়েছে। রোববার দেশটির মিনাস গেরিস রাজ্যে এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে এ ঘটনা ঘটে।

সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, বিমানটি সাও পাওলো রাজ্যের ক্যাম্পিনাস থেকে উড্ডয়ন করে। পরে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মধ্য আকাশেই এটি বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছে। তবে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ব্রাজিলের মিডিয়ার ছড়িয়ে পড়া ছবিতে বিমানের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে।

গাজায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই দাফন করা হচ্ছে মরদেহ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় একটি হাসপাতাল অবরোধ করে রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর ফলে ওই হাসপাতালে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মরদেহ সেখান থেকে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। আর এই কারণে হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই তিনজনের মরদেহ দাফন করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসের আল-আমাল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মরদেহ দাফনের ঘটনা ঘটেছে। রোববার ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে সংস্থাটি জানায়, আমাদের কর্মীরা খান ইউনিসের আল-আমাল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তিনজনকে দাফন করেছে। ওই পোস্টে আরো বলা হয়, হাসপাতালটি ঘিরে ইসরায়েলি বাহিনী অবরোধ করে রাখায় এসব মরদেহ সেখান থেকে বের করে স্থানীয় কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের হাসপাতাল প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়েছে। সম্প্রতি গাজার দক্ষিণাঞ্চলে স্থল অভিযান জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর অংশ হিসেবে আল-আমাল হাসপাতাল অবরোধ করে রাখা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম ওয়াফা জানিয়েছে, হাসপাতালটির সামনে অবস্থান নিয়েছে ইসরায়েলি ট্যাংক। সংবাদমাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, খান ইউনিসের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সের ভেতরে একটি গণকবরে ৩৫ জনকে দাফন করা হয়েছে। ইসরায়েলি বিমান হামলায় তারা সবাই প্রাণ হারিয়েছেন।

পুরো গাজা ধ্বংসস্তূপ হলেও অক্ষত হামাসের ৮০ শতাংশ টানেল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় চার মাস হতে চললো ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ। সেখানে ইসরায়েল বাহিনী এখনো চালিয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের বর্বরতম হামলা। সেই হামলায় প্রায় পুরো গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও হামাসের টানেলের মাত্র ২০ শতাংশ ধ্বংস করতে পেরেছে দখলদার বাহিনীটি। অর্থ্যাৎ, এখনো ৮০ শতাংশ হামাসের টানেল অক্ষত রয়েছে। রোববার মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ তথ্য জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ ধরে গাজায় ইসরায়েলের তীব্র হামলার সত্ত্বেও হামাসের সুড়ঙ্গের জটিল নেটওয়ার্কের ২০ শতাংশও ক্ষতি হয়নি। এর ৮০ শতাংশ এখনো অক্ষত রয়েছে। আমেরিকান ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, ইসরায়েলি হামলা সত্ত্বেও হামাসের কয়েকশ কিলোমিটার সুড়ঙ্গের বেশিরভাগ অংশ এখনও সুরক্ষিত। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলের জন্য হামাসের সিনিয়র নেতাদের বন্দী এবং ইসরায়েলি বন্দীদের উদ্ধারের জন্য টানেল নিষ্ক্রিয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা হামাস টানেলের সঠিক তথ্য জানেন না। তারা অনুমান করেন যে, টানেল সিস্টেমের ২০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা অকার্যকর হয়ে গেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্ত বা অব্যবহৃত টানেল উত্তর গাজা উপত্যকায় অবস্থিত।

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে নিবন্ধন করলেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ায় আগামী ১৫ থেকে ১৭ মার্চ অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন বর্তমান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার (২৯ জানুয়ারি) পুতিনের প্রার্থী হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের বরাত দিয়ে রুশ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, রাশিয়ার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চতুর্থ নিবন্ধিত প্রার্থী হয়েছেন পুতিন। এর আগে, প্রার্থী হিসাবে নিবন্ধন করেছেন এলডিপিআর পার্টির নেতা লিওনিড স্লুটস্কি, স্টেট ডুমার ডেপুটি স্পিকার এবং নিউ পিপল পার্টির সদস্য ভ্লাদিস্লাভ দাভানকভ এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ডুমা ডেপুটি নিকোলাই খারিটোনভ। নির্বাচনে পুতিনের বিরুদ্ধে যারা প্রার্থী হচ্ছেন, তাদের আগামী বুধবারের মধ্যে প্রয়োজনীয়সংখ্যক সমর্থকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। সমর্থক ও বিরোধী উভয় পক্ষের জোর ধারণা, পুতিন আবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন।

নতুন আরেক দফায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়ে ছয় বছরের মেয়াদকাল পূর্ণ করলে পুতিন একটি রেকর্ড গড়বেন। সে ক্ষেত্রে তিনি ১৮ শতকের পর রাশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের শাসক হবেন। ২০০০ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাশিয়ায় ক্ষমতায় আছেন পুতিন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১৪ মাঘ ১৪৩০, ১৭ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

ইমানি দায়িত্ব

যক্ষবেশী বক অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–'আশ্চর্য কী?' যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে–ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কী?' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' কিন্তু জন্মিলে তো মরিতে হইবেই। মহান আল্লাহ্ (সুরা নিসা, আয়াত-৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন–'তোমরা যেইখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।' মহানবী (স.) এরশাদ করিয়াছেন–'আদম সন্তান বৃদ্ধ হইয়া যায় কিন্তু তাহার দুইটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে–লোভ ও আশা।' যাহার ফলে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মনে হয় মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়। যদিও প্রতিদিন হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর তাহার কানে আসে; কিন্তু হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর শুনার পরই ভাবে তাহার মৃত্যুর সময় হয়তো এখনো হয় নাই। সে আসলে নানাভাবে মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে, মৃত্যু হইতে পালাইতে চাহে; কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি।' (সুরা ওয়াকিআহ :৬০)।

মুশকিল হইল, নির্বোধ ক্ষমতাবানরা ভুলিয়া যান ধর্মের কথা, জগতের পরম সত্যকথা। আমরা দেখিতে পাই চারিদিকে হানাহানি-মারামারি, খুনখারাবি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখরাঙানি, কথিত শক্তিশালীদের চমকানি ধমকানি শাসানি। যাহারা এত ধরনের অন্যায় অত্যাচার জুলুমবাজি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেছে, তাহারা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকেই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন–রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি–উহাই শেষ খাবার হইতে পারে; তাহা হইলে অন্তত তাহাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ভয় জাগরূক থাকিত, তাহারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেন না। পার্থিব জগতে কিছুই তো থাকিবে না। কে অমর রহিবে? আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন যুগে অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বছর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় ৪৫০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। জীবিতাবস্থায় কিন শি বড় গলায় বলিতেন–তাহার বংশধরেরা সহস্র-অযুত বছর রাজ্য শাসন করিবে। অথচ বিধাতার নির্মম পরিহাস হইল–তাহার মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাহার বংশের আস্ফালন চিরতরে শেষ হইয়া যায়। প্রকৃত অর্থে মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে সকলকে ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইতেই হয়। এই জন্য পৌরাণিক যুগে ঋষির নিকট বসিয়া শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'কী করিয়া অমর রহিব, গুরুদেব?' ঋষি উত্তরে বলেন, 'মানুষের জন্য ভালো কাজ করো বত্স, মানুষের মনে অমর রহিবে।' অমর হওয়া যায় কেবল নিজেদের ভালো কাজের মাধ্যমে। আর খারাপ কাজের জন্য কোনো না কোনো সময় মহাকালের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতেই হয়। অর্থাৎ মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমে। এই জন্য সুকীর্তি এত গুরুত্বপূর্ণ। কবি সুকান্ত যেমন বলিয়াছেন :'জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।/ চলে যেতে হবে আমাদের।/ চলে যাব–তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল...।' সুতরাং এই জঞ্জাল দূর করিবার জন্য আমাদের প্রাণপাত করিতে হইবে। নচেৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এই জনপদকে বসবাস উপযুক্ত করিয়া যাইতে পারিব না। যেইভাবেই হউক, এই জনপদকে বসবাসের উপযুক্ত করিতেই হইবে। ইহা প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষের ইমানি দায়িত্ব।

জর্ডানে মার্কিন সেনার মৃত্যু কি মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে বাড়িয়ে তুলবে?

রোববারের ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহতের পর মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংকটে যুক্তরাষ্ট্র আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে। আবার এদিকে ইসরায়েল ও হামাস যুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী বিরতি এবং দ্রুত জিম্মি উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তাও এখন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। কাকতালীয়ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে একই সময়ে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। ফ্রান্সে জিম্মি মুক্তির ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা যখন চলছে, তখন জর্ডানে মার্কিন সেনাদের নিহত হওয়ার ঘটনায় মার্কিন কর্মকর্তারা হতবিহ্বল। বলা যায়, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর যে সহিংসতার সূত্রপাত, তা এখন সবচেয়ে উত্তেজনাকর মুহূর্ত পার করছে। লিখেছেন **কেভিন লিপট্যাক**।

হাউস আর্মড সার্ভিস কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতা অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, 'চলমান সংকট বিপজ্জনক দিকে মোড় নিয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি সংঘাত যেন আর না বাড়ে। কিন্তু হতাহতের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের জবাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে, যেন এ ধরনের হামলা আর না হয়। আমি জানি, প্রেসিডেন্ট বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন।'

স্মিথ বলেন, যুদ্ধের এই বিস্তারকে গাজা পরিস্থিতি থেকে পৃথক করার সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ২৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন এবং পুরো অঞ্চলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে।

স্মিথ বলেন, গাজায় যা হচ্ছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাজার যুদ্ধ ইরানকে আরও ক্ষমতায়িত করেছে। এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, অন্যান্য আরব দেশ, গোটা বিশ্বেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও এখন চ্যালেঞ্জের অংশ।

ড্রোন হামলার ঘণ্টা কয়েক পর সাউথ ক্যারোলাইনার ব্যাপটিস্ট মিশন চার্চের ভোজসভায় বাইডেন তাঁর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করেন। নিহত মার্কিন সেনাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালনের পর তিনি বলেন, 'আমরা জবাব দেব।'

বাইডেন কীভাবে সাড়া দেবেন,তা এখনো নিশ্চিত নয়। সংঘাত যেন আরও বিস্তৃত না হয়,তা নিয়ে হোয়াইট হাউসের এক রকম নির্দেশনা ছিল, ইরানের সঙ্গে আঞ্চলিক যুদ্ধ জড়ানোর বিপক্ষেও তাদের অবস্থান ছিল জোরালো। হামলা আরও জোরদার করতে এখন বাইডেন প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়ছে। রোববার রিপাবলিকানরা ইরানের ভেতর ঢুকে হামলা চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেনকে।

বাইডেন কীভাবে সাড়া দেবেন,তা এখনো নিশ্চিত নয়। সংঘাত যেন আরও বিস্তৃত না হয়,তা নিয়ে হোয়াইট হাউসের এক রকম নির্দেশনা ছিল, ইরানের সঙ্গে আঞ্চলিক যুদ্ধ জড়ানোর বিপক্ষেও তাদের অবস্থান ছিল জোরালো। হামলা আরও জোরদার করতে এখন বাইডেন প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়ছে। রোববার রিপাবলিকানরা ইরানের ভেতর ঢুকে হামলা চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেনকে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, ইরানের প্রক্সি দলগুলো ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাউথ ক্যারোলাইনার সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম বাইডেন প্রশাসনকে অনুরোধ করেছেন, ইরানের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালাতে। তিনি বলেছেন, এই হামলা মার্কিন সেনাদের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে নয়; বরং ভবিষ্যতে ইরানের আগ্রাসী আচরণের বিরুদ্ধে কাজ করবে। ইরান সরকার জোরজবরদস্তি ছাড়া কিছুই বোঝে না।

টেক্সাসের সিনেটর জন করনিন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে সোজাসাপটা বলেছেন, 'তেহরানকে নিশানা করুন।'

গাজা সংকট বাইডেন যেভাবে মোকাবিলা করেছেন, তাতে বামপন্থীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এর মধ্যেই তাঁকে পুনর্নির্বাচনের পথে হাঁটতে হচ্ছে। তিন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি কী সিদ্ধান্ত নেন, রাজনৈতিকভাবে তা এখন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, তাঁরা একটি মাধ্যমে ইরান এবং তাদের সমর্থনপুষ্ট বাহিনীগুলো জানিয়ে দিয়েছে, মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলা তাদের বন্ধ করতে হবে। তবে এরপরও ড্রোন হামলা ঠেকানো যায়নি। হোয়াইট হাউস অবশ্য আগেই এ ধরনের কিছু ঘটবে, এই আশঙ্কা করেছিল। আশঙ্কা সত্যি হওয়ার পর কর্মকর্তারা বলছেন, প্রেসিডেন্ট জোরালো অভিযান চালানোর পক্ষপাতি। রোববার প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন, জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক জেক সুলিভানসহ জাতীয় নিরাপত্তা দলের কর্মকর্তারা দফায় দফায় আলোচনায় বসেন। ওই সব বৈঠকে হামলার ধরন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য জবাব কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তারা জিম্মি চুক্তির ব্যাপারেও অগ্রসর হচ্ছেন। এর অংশ হিসেবে গাজায় একটি দীর্ঘ যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। আশা করা হচ্ছে, এই বিরতি এ অঞ্চলের উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হবে। মার্কিন কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, যুদ্ধবিরতির দৈর্ঘ্য বাড়লে গাজায় ত্রাণসহায়তা আরও বেশি পরিমাণে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে। তা ছাড়া ইসরায়েল কীভাবে ভবিষ্যতে হামাসকে মোকাবিলা করবে, তা নিয়েও আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাবে।

বাইডেন সিআইএ পরিচালক বিল বার্নসকে রোববারই প্যারিসে পাঠিয়েছেন। বিল সেখানে দুই মাসব্যাপী যুদ্ধবিরতি এবং এই বিরতিতে জিম্মিদের পর্যায়ক্রমিক মুক্তির ব্যাপারে কথা বলবেন। প্রস্তাব সব পক্ষ মেনে নিলে চলমান সংঘাতে পরিবর্তন দেখা যাবে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এই বৈঠককে গঠনমূলক বলে মন্তব্য করেছে। তবে প্রস্তাবে কিছু ঘাটতির কথাও তারা বলছে। তারা জানিয়েছে, এই সংঘাতের পক্ষভুক্ত দেশগুলো তাদের আলোচনা চালিয়ে যাবে।

কাতারের প্রধানমন্ত্রীর চলতি সপ্তাহেই ওয়াশিংটন সফরের কথা আছে। হামাসের সঙ্গে আলোচনায় কাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বার্নস এবং ইসরায়েল ও মিসরের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকে কাতারের প্রধানমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হচ্ছে এই কারণে যে পক্ষগুলো এবার একটি মীমাংসায় পৌঁছাতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মার্কিন কর্মকর্তারাও বলছেন, আলোচনা সঠিক পথে এগোচ্ছে এবং দ্রুতই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

মার্কিন সেনাসদস্যদের মৃত্যু যখন আঞ্চলিক যুদ্ধের আরও বিস্তৃতির ইঙ্গিত দিচ্ছে, মার্কিন কর্মকর্তারা তখন এ অঞ্চলের উত্তেজনা প্রশমনের জন্যও একটি চুক্তিতে পৌঁছানো অনেক বেশি জরুরি বলে মনে করছেন।

মিশিগানে ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি ও সিআইএর বিশ্লেষক এলিসা স্লটকিন বলেছেন, এই প্রাণহানি ও মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতাই বলে দিচ্ছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা কতটা জরুরি।

কেভিন লিপট্যাক সিএনএনের জ্যেষ্ঠ হোয়াইট হাউস রিপোর্টার। তিনি বাইডেন প্রশাসন, মার্কিন পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে লেখেন।

সিএনএনে প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে অনূদিত

রাশিয়ার ঘরের কাছে ন্যাটো কেন সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া করছে

লুক কফি

গত সপ্তাহটা ছিল ন্যাটোর জন্য বড় কিছু। কয়েক মাসের গড়িমসির পর অবশেষে তুরস্কের পার্লামেন্ট ন্যাটো জোটে সুইডেনের প্রবেশের অনুমোদন দেয়। সুতরাং সুইডেন আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হলে ন্যাটো হবে ৩২টি দেশের জোট।

এরপরেই আঙ্কারায় অবস্থিত তুরস্কের পার্লামেন্টের আট হাজার কিলোমিটারের চেয়েও বেশি দূরের ভার্জিনিয়ার নরফোক বন্দর ছেড়ে ইউরোপের দিকে রওনা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর বিশালাকার যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস গানস্টন হল। যুদ্ধজাহাজটির এই যাত্রার মধ্য দিয়ে ন্যাটো জোটের সামরিক মহড়া স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার ২০২৪-এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো। শীতল যুদ্ধের পর ন্যাটোর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া এটি। এই মহড়ার উদ্দেশ্য হলো, কোনো একটি সদস্যদেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে ন্যাটো তাতে কীভাবে সাড়া দেবে, সেটা পরীক্ষা করা। জোটের যে যৌথ প্রতিরক্ষা বিধি (আর্টিকেল-৫) রয়েছে, তা কীভাবে সক্রিয় করা যায়, তারও একটা পরীক্ষা হবে মহড়াটি।

ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া মহড়াটি আগামী মে মাস পর্যন্ত চলবে। ৯০ হাজারের বেশি সেনা এতে অংশ নেবেন। হাজার হাজার সামরিক সরঞ্জাম থাকবে। ন্যাটোর প্রতিটি সদস্যদেশ মহড়ায় অংশ নেবে। উত্তর ও পূর্ব ইউরোপে মহড়াটি অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৮৮ সালের পর এটাই ন্যাটোর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া। শীতল যুদ্ধের শেষ সময়ের অনিশ্চয়তার সেই কালে ন্যাটোর ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি সেনা যৌথ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বড় মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৮ সালে। কিন্তু সেই মহড়ায় ন্যাটোর অর্ধেক দেশ অংশ নেয়নি।

এবারের মহড়ায় ন্যাটো মূলত পূর্ব ইউরোপকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

২০১৮ সালের মহড়ায় দক্ষিণ ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের মহড়াটি উত্তর ও পূর্ব ইউরোপে হওয়ার তাৎপর্য অনেক।

প্রকৃতপক্ষে ইউএসএস গানস্টন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ছেড়ে আসার পর প্রথম নোঙর করবে নরওয়ের বন্দরে। সেখান থেকে নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের সেনাদের জাহাজে তোলা হবে প্রশিক্ষণ দেওয়া জন্য। এসব ঘটনা ন্যাটোর জন্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ফিনল্যান্ড এখন ন্যাটোর সদস্য আর সুইডেন ন্যাটোতে যোগ দিতে চলেছে। আর্কটিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের আটটি দেশের সাতটিই এখন ন্যাটোর নিরাপত্তার ছাতার নিচে চলে এল।

এ ছাড়া যে সময়ে মহড়াটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেটা কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয়।

ন্যাটো প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর হতে যাচ্ছে এ বছর। এ উপলক্ষে জুলাই মাসে ওয়াশিংটনে ন্যাটোর বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনের আগে বিশাল এই সামরিক মহড়া ন্যাটোর জোটের সদস্যদেশগুলোর নীতিনির্ধারক ও জনসাধারণকে যে বিষয় মনে করিয়ে দেবে, তা হলো বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য ন্যাটোর উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

এই বছর মানে ২০২৪ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ওয়ারশ চুক্তির আওতাধীন দেশ বুলগেরিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়ার ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ২০ বছর পূর্তি হবে। ন্যাটোর এই দেশগুলো বাইরের থেকে আগ্রাসনের শিকার হওয়ার সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে রয়েছে। এ কারণেই এবারের মহড়া সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই ২০২৪ সালটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বছর।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী

রাজনীতিবিদদের অনেকে ন্যাটোতে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আর ডেমোক্র্যাটরা একুশ শতকের উপযোগী করে ন্যাটোকে প্রস্তুত করে তোলার ক্ষেত্রে তেমন নতুন কোনো ধারণা আর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা কেবল এই আশা করতে পারি যে ন্যাটোর এ ধরনের বড় সামরিক মহড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেটা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদেরা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ন্যাটোকে সমর্থন দেওয়ার কাজটি মার্কিন নীতিনির্ধারকদের জন্য মোটেই তুচ্ছ কোনো কাজ নয়। ইউরোপ আমেরিকার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বাজার। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্টেটের মধ্যে ৪৫টি স্টেট চীনের চেয়ে ইউরোপের বাজারে বেশি রপ্তানি করে। এতে লাখ লাখ মার্কিনের কর্মসংস্থান হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় উৎস ইউরোপ। আবার ন্যাটো জোট আমেরিকা মহাদেশের স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ন্যাটো নিয়ে যে বিতর্ক উসকে উঠছে, তাতে আমেরিকান জনসাধারণের উচিত ন্যাটোর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধই এত বড় সামরিক মহড়ার পেছনে ন্যাটোর মূল তাগিদ সৃষ্টি করেছে। ওই অঞ্চলের বাইরের মানুষের কাছে পছন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ সত্যিকারভাবেই উদ্বিগ্ন যে তারা রাশিয়ার পরের আগ্রাসনের শিকার হবে কি না। ন্যাটোর হাজার হাজার সেনা স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার ২০২৪-এ প্রশিক্ষণ মহড়ায় অংশ নেওয়ার কারণ অবশ্যই এটা নয় যে তাঁরা প্রতিবেশী দেশে হামলা করবে অথবা আগ্রাসন চালাবে।

বরং, বাইরের কোনো দেশ যদি আগ্রাসন শুরু করে, তাহলে ন্যাটো তার সদস্যদেশকে কীভাবে প্রতিরক্ষা দেবে, তারই প্রস্তুতি এই মহড়া। সম্মিলিতভাবে ন্যাটোর প্রতিরক্ষার নিশ্চয়তা দেবে এই মহড়া। বড় পরিসরের এই মহড়া ন্যাটোকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি করবে।

বাইরের আগ্রাসী শক্তির সামনে দুর্বল ও নাজুক দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ন্যাটোর অঙ্গীকারের বাস্তব প্রকাশ ঘটবে।

চূড়ান্ত অর্থে, আগ্রাসী শক্তিকে তাদের আগ্রাসনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য করবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। রাশিয়া এখন তার প্রতিরক্ষাশিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছে। ফলে আরও যুদ্ধ সন্নিকটে। এ প্রেক্ষাপটে ন্যাটো যদি বড় ধরনের সামরিক মহড়ার আয়োজন না করত, সেটা জোটটির জন্য দায়িত্বহীনতার কাজ হতো।

যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যাটোর কোনো সদস্যদেশ আগ্রাসী কোনো শক্তির দ্বারা আক্রান্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার ২০২৪ সামরিক মহড়া কারও জন্য হুমকির নয়।

লুক কফি যুক্তরাষ্ট্রের হাডসন ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ ফেলো আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

কলকাতা বইমেলায় বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সল্টলেক

আপনজন: কলকাতা বইমেলাতে সোমবার রাতে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নের সামনে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অভিযোগ সেই বিক্ষোভ সরাতে গিয়ে পুলিশ বল প্রয়োগ করে। এমনকি ধস্তাধস্তিতে এক মহিলা বিক্ষোভকারীর আঙ্গুলে কামড়ে দেয় এক পুলিশ অফিসার। এই ঘটনার পর তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতা বইমেলার প্রাঙ্গণে।

বিশাল পুলিশ বাহিনী আন্তর্জাতিক সল্টলেকের কলকাতা পুস্তক মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ভিক্ষুক কারীদের অভিযোগ রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার পাঠশালাতে পড়াশোনা করা কিছু বস্তির ছেলে মেয়েরা তারা বইমেলা প্রাঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন। তাদের দেখে পুলিশ সেখান থেকে তাদের জোর করে হটিয়ে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন সেখানে উপস্থিত কিছু মানুষজন। তাদেরকে পুলিশ কলকাতা বইমেলার অস্থায়ী যে কন্ট্রোল রুম আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখেন। রবিবার বই মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদে সোমবার রাতে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভেলিয়ানের সামনে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। একে কেন্দ্র করে নতুন করে দেখা দেয় উত্তেজনা।

বিক্ষোপকারীদের অভিযোগ পুলিশ এসে ওই বিক্ষোভকারীদের হটাতে বল প্রয়োগ করে এবং লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। এতে ধস্তাধস্তি বেধে যায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের। সেই সময় এক মহিলা বিক্ষোভকারীর হাতের আঙুলে কামড়ে দেয় পুলিশ। যাকে কেন্দ্র করে আরো উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয়ে ওঠে। পরে বিধান নগর কমিশনারের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

‘সম্প্রীতি ও বিদ্বেষের আবহে ভারতবর্ষ’ শীর্ষক সেমিনার বহরমপুরে

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: পড়শী কথা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সম্প্রীতি ও বিদ্বেষের আবহে ভারতবর্ষ নামক সেমিনার অনুষ্ঠিত হল বহরমপুরে। জানা যায় বহরমপুরের গ্র্যান্ড হলে পড়শিকতা সংস্থার উদ্যোগে সম্প্রীতি ও বিদ্বেষের আবহে ভারতবর্ষ নামক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত হন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বুদ্ধিজীবী মানুষ।

আয়োজকরা জানান, বর্তমান বাংলা সহ ভারতবর্ষে বিদ্বেষের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার পরিবর্তে কিভাবে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা যায় এবং সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করা যায় তা নিয়ে এদিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ভারতবর্ষ এক বৈচিত্র্যময় মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। যেখানে হিন্দু মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মের বর্ণের মানুষ দীর্ঘদিন থেকে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। বর্তমানে সে পরিবেশকে ধ্বংস করার জন্য সমাজে বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে একদল মানুষ। অন্যদিকে ভারতবর্ষের সম্প্রীতি ও একতাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বহু সংস্থা, সংগঠন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষরা। সোমবার সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পড়শীকথার আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান প্রবাসী লেখক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ পার্থ বন্দোপাধ্যায়, মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র, বিশিষ্ট লেখক সৌমিত্র দস্তিদার, বাংলাদেশের ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি জাকির হোসেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পড়শিকথা সংস্থার সভাপতি আলিমুজ্জামান সহ বিশিষ্ট জনরা।

বইমেলায় কবিতা কর্নার

নুরুল ইসলাম খান ● সল্টলেক

আপনজন: ‘তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি, কবিতা’ হ্যাঁ এই কবিতা নিয়ে যার রাতদিন এক হয়ে যায়, সেই আধুনিক কবিতার অন্যতম পুরোধা হলেন কবি সুবোধ সরকার। তাঁর অনুপ্রেরনায় কবিতা যে নতুন করে প্রান ফিরে পেয়েছে সেটা অবলিলায় স্বীকার করেন বহু সাহিত্যিক। সোমবার কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা উপলক্ষে প্রেস কর্নারে পশ্চিম বঙ্গ কবিতা আকাদেমির কবিতা কর্নার অনুষ্ঠিত হয়।

কবিতা, আবৃত্তি ও সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ হয় এই সাহিত্য আসর।

বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি পাঠ দিয়ে মঞ্চ আলোকিত করেন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত,সব্যসাচী সরকার, গৌতম চৌধুরী,সুতপা বন্দোপাধ্যায়,বিজয় লক্ষ্মী বর্মন ও সুকুমার ঘোষ প্রমুখরা।

ঝাড়গ্রাম শহরের রাস্তা বেহাল, ক্রমশ হয়ে উঠছে মরণ ফাঁদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: ঝাড়গ্রাম শহরের রাস্তাগুলি বেহাল। মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। একটু বৃষ্টি হলে ঝাড়গ্রাম শহরের রাস্তাগুলি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মধুবন মোড় থেকে দুবরাজপুর এই রাস্তায় রয়েছে মেডিকেল ও জেনারেল একাধিক কলেজ। রয়েছে বাস স্ট্যান্ড, একাধিক সরকারি দপ্তর, জেলাশাসক ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আবাসন। তারপরও মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই। রাস্তাগুলি মেরামত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ঝাড়গ্রাম পৌরসভা, এমনটাই আভিযোগ।যার ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে বিভিন্ন গাড়ি থেকে সাধারণ মানুষ, বাদ যায়নি স্কুল পড়ুয়ারা। ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৭ কিলোমিটার রাস্তাপূর্ত দপ্তরের অধীন। বাকি প্রায় ৩০০ কিলোমিটার রাস্তা পৌরসভার অধীন রয়েছে। অপরদিকে বিজেপির দাবি বর্ষা এলেই রাস্তা মেরামতের কথা মনে পড়ে আসলে সমস্ত টাকাই আত্মসাৎ করার চিন্তা পৌরসভার।তাই কবে রাস্তা মেরামত করা হবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ঝাড়গ্রাম শহরের বাসিন্দারা। এদিকে,ঝাড়গ্রাম গোপীবল্লভপুর - ফেঁকো রাস্তার মাঝখানে গোপীবল্লভপুর - ২ ব্লকের কানপুর এলাকায় বালি বোঝাই ড্রাম্পারের ধাক্কায় আশঙ্কাজনক বাইক আরোহী। ঘটনায় আশঙ্কাজনক বাইকে থাকা তিন আরোহী। আশঙ্কাজনক বাইক আরোহীদের উদ্ধার করে তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি আশঙ্কাজনকদের স্থানান্তরিত করেন ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে। ঘটনার জেরে বেলিয়াবেড়া থানার গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের কানপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মানুষ। জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে কানপুর এলাকায় বালি বোঝাই ড্রাম্পারের ধাক্কায় তিনজন আরোহী সমেত বাইকটি বালি গাড়ির চাকার তলে পড়ে যায়।

আশঙ্কাজনক বাইকের দুই আরোহী। পুলিশ সুত্রে খবর, আহতরা সকলে উড়িষ্যার বারিপদার এলাকার বাসিন্দা। নাম পরিচয় জানা চেষ্টা করছে পুলিশ।

৩১ শে জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোরে আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ৩১ শে জানুয়ারি ২০২৪ বুধবার কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেম অ্যাসোসীয়েশন এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায়। উক্ত ক্বেরাত সম্মেলনে সৌদি আরব,ইরান, মালয়েশিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ থেকে প্রখ্যাত ক্বারী সাহেবেরা উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার অন্যতম সিনিয়র মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলন কে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রচারাভিযান জোরকদমে চলেছে।

সোমবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেম অ্যাসোসীয়েশন এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাব্বির আলী ওয়ারসি,নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের পীরজাদা আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ, জিয়াউল হক লস্কর প্রমুখ,সেখ আয়ুব আলী,আব্দুল হামিদ,মোস্তফা হাসমি প্রমুখ।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ৩১ শে জানুয়ারি দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কেরাত সম্মেলন শুরু হবে। প্রতিনিধিদের নামাজ পাঠ সহ সবরকমের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচিতে কমবেশি পনেরো হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন। রাজারহাট নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের পীরজাদা আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ বলেন শান্তিপূর্ণ বাংলায় সর্ব ধর্মের মানুষেরা অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশে ধর্মীয় কাজ করতে পারে,এর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন শান্তি সম্প্রীতির উজ্জ্বল নক্ষত্র কলকাতা পুরসভার মহানাগরীক ফিরহাদ হাকিমের আন্তরিক সহযোগিতায় আয়োজক কমিটির সদস্যদের পক্ষে সহজ হয়েছে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে।ফারহাদ বলেন সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই মহতী কর্মসূচি সাফল্য অর্জন করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আগামী ৩১ শে জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন, একাধিক রাজ্য সরকারের প্রকল্পের শিলান্যাস শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সভায় সমস্ত জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীদের একত্রে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অপূর্ব সরকার, সেই নির্দেশ মতোই জেলার সমস্ত ব্লকের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিধানসভার উত্তর ও দক্ষিণ জনে প্রস্তুতি সভা সম্পন্ন হল সোমবার বিকেলে।

উত্তর জন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমজাদ আলী খানের নেতৃত্বে সাগরপাড়ায় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় অপরদিকে জলঙ্গির দক্ষিণ তৃণমূল সভাপতি মাসুম আলী আহমেদের নেতৃত্বে জলঙ্গির পথের সাথী প্রাঙ্গনে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তবে দুই স্থানে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন এবং কর্মীদেরকে বার্তা দেন যাতে করে মুর্শিদাবাদের অন্যান্য বিধানসভার চাইতে জলঙ্গি বিধানসভা থেকে সবচাইতে বেশি জমায়েত যেনকরা হয় তারই বার্তা দেন বিধায়ক।পাশাপাশি এদিন উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক নেতা জিয়াবুল সেখ সহ সাদিখান দেয়ার,ঘোষপাড়া, জলঙ্গির প্রধান মহাবুল ইসলাম,ফিরোজ আলী,সামিন আহামেদ সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও কর্মাধ্যক্ষ গণ।

তৃণমূলের রক্তদান শিবিরে নুসরত

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: রবিবার হুগলির ভগবতীপুর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও শীত বস্ত্র বিতরণ হল। রক্তদান শিবিরে প্রায় ২৬০ জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান রক্তদান করেন। শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে লম্বা লাইন দেখা যায়। কম্বল দুঃস্থ ও গরিবদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। চণ্ডীতলা ১নাম্বার ব্লকের সভাপতি ময়ল খা পতাকা করার পর তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদের এক মিনিট নীরবতা পালন করে। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটের সাংসদ নুসরাত জাহান, ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম,হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি জেলা পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং ও চণ্ডীতলা এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ, সহ-সভাপতি সনৎ সানকি কর্মাধ্যক্ষ শেখ মোশারফ, শেখ মইদুল ইসলাম,ভগবতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ জিয়াউর রহমান, ভগবতীপুর অঞ্চলের প্রাক্তন সদস্য শেখ হায়দার আলীসহ বিশিষ্টজন ও গুণীজনেরা।

প্রাথমিকে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ এবার ডায়মন্ডহারবারে

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ২০০৯ এর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ১৮৩৪ জনের পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের নিয়োগের দাবিতে ডায়মন্ড হারবারে ডিপিএসসি অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিপিএসসি অফিসের সামনে ২০০৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা নিজেদের নিয়োগের দাবি জানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন।

চাকরি প্রার্থীদের অভিযোগ, ২০০৯ এর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ১৮৩৪ জনের প্যানেলের মধ্যে ১৫০৬ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেও। কিন্তু, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ৩২৮ জন চাকরিপ্রার্থী নিয়োগ পাননি। তাই নিজেদের চাকরির দাবিতে ডিপিএসসি অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন চাকরিপ্রার্থীরা।

তারা আরো বলেন এখন পর্যন্ত ১০৪২ জন চাকরিপ্রার্থীরা এখনো পর্যন্ত নিয়োগ পাবো ।কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিয়োগ হচ্ছে না। চেয়ারম্যান অবিলম্বে বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করুন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী ওপর ভরসা রেখেছে। আমাদের জীবন থেকে ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিয়োগ পত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমরা এখনো পর্যন্ত আশার আলো দেখছি আমরা নিয়োগ পাব। দেখলাম অনেক চাকরি প্রার্থীরা যারা মারা গিয়েছে আদালতের নির্দেশে তাদের বাড়িতে নিয়োগপত্র যাচ্ছে। আমরা এটা চাই না। অবিলম্বে চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আমরা জানাতে চাই যে আমাদের নিয়োগ করা হোক। ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অজিত নায়েক বলেন, ১৫০৬ জনকে আদালতের নির্দেশ মেনেই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, বাকিদেরকেও দেওয়া হবে শীঘ্রই।

কালিয়াচকে শিহাব চত্তুরকে ঘিরে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৮ হাজার ৬৪০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে হজ করে নজির তৈরি করেন কেরলের শিহাব চত্তুর। সেই শিহাব চত্তুর মালদায় এসে নমাজ পাঠের দিকে গুরুত্ব দিতে বলে গেলেন। তিনি বলেন, ‘প্রত্যেকে সারা দিনে আল্লার জন্য আধ ঘন্টা সময় বের করুন। আর নমাজের প্রতি যত্নবান হন। ৫ ওয়াক্ত নমাজ পাঠ খুব দরকার। ইসলামিক নমাজই পারে জন্নাত দিতে। আমি পায়ে হেঁটে মক্কায় হজ করতে গেছি। এক দিনের জন্য আমার নামাজ বন্ধ হয়নি।’ তাঁকে দেখতে, তাঁর মুখের কথা শুনতে হাজার হাজার মানুষ সোমবার ভিড় জমান কালিয়াচক-২ ব্লকের মোথাবাড়ি পিডাব্লুডি মাঠে। শিহাব মোথাবাড়িতে এলাকাবাসীদের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিয়ে গেলেন। ২০২২ সালের ২ জুন তিনি কেরালা থেকে মক্কার উদ্দেশে পায়ে হেঁটে রওনা দেন। ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, দক্ষিণ আরবে তিনি পায়ে হেঁটে ১ বছর ১৭ দিনের মাথায় তিনি মক্কায় গিয়ে পৌঁছন। এর জন্য তিনি ৮ হাজার ৬৪০ কিমি পথ অতিক্রম করেন। এদিন বেঙ্গল মার্কারা ত্বৈরা এডুকেশনাল ট্রাস্ট-এর শিক্ষা প্রসারে বিশেষ কর্মসূচি ছিল। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন শিহাব চত্তুর। শিহাবকে ঘিরে মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা তা নজিরবিহীন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আসার পর প্রায় ২৫ মিনিট সময় লাগে মূল মঞ্চে আসতে। এত মানুষের সমাগম দেখে শিহাবও অবাক। আয়োজক ট্রাস্টের পক্ষে ফারুক আবদুল্লা জানান, ‘এবার নিয়ে আমাদের দশম কর্মসূচি। আমাদের উদ্দেশ্য ঘরে ঘরে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। আমরা শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি বছরভর বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকি। দু:স্থ মহিলা, বিধবা, অহসায়দের পাশে দাঁড়িয়ে যেমন সাহায্য করার চেষ্টা করি, তেমনই মাদ্রাসা, মসজিদগুলিতে প্রয়োজন মতো শৌচাগার নির্মাণ করে দিয়ে থাকি। পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় পানীয় জলের পাম্প বসিয়ে দিয়ে থাকি আমরা। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কেরল থেকে হাজির হয়েছেন শিহাব চত্তুর। তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নয়ন সম্ভব। প্রত্যেক ঘরে ঘরে শিক্ষা পোঁছনো দরকার। নিজেদের পরিবারের ছোটদের পড়াশোনার প্রতি নজর দিন। তাহলেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।’

অগ্নিদগ্ধ দম্পতি, মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার ঘুসুড়ি কুলি লাইনে ঘর থেকে দম্পতিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করল স্থানীয়রা। উদ্ধার বৃদ্ধ দম্পতিকে নিয়ে আসা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকেরা বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বৃদ্ধ। আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গেছে, মৃতার নাম সুনীতা দেবী (৫০) । আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্বামী রামধনী রামকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাঁশকুড়ায় আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পাঁশকুড়ার রাধাবল্লভ চক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ২০০ জন আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা এদিন জোড়া ফুলের ঝান্ডা ধরে তৃণমূলে যোগদান করল। তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতির হাত ধরে আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয় তাঁরা। লোকসভা নির্বাচনের আগে পাঁশকুড়ায় তৃণমূলের হাত শক্ত হয়।এক সময় এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আইএসএফের দাপট ছিল ভীষণ তবে আচমকা দল পরিবর্তনের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আইএসএফ। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের হাত শক্ত হয়, যার ফলে শাসক দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উন্মাদনা দেখা যায়।

দস্তারবন্দী জলসা হাসিমপুরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বহড়ু

আপনজন: রবিবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ু হাসিমপুর মাদ্রাসা মাঠে দারুল কোরআন মাদ্রাসা আজমতিয়া হাসিমপুর শাখার উদ্যোগে ৪৯ তম বর্ষের আজিমুশসান দস্তারবন্দী জলসা হয়ে গেল। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কলকাতার মুহতাথিম মাদ্রাসা আজমিতিয়ার জনাব হাফেজ ক্বারী ফজলুর রহমান সাহেব।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোলকাতার জনাব হজরত ফাইজুর রহমান সাহেব,নাজিমে তালিমাত মাদ্রাসাআজমতিয়ার জনাব হজরত সাইফুর রহমান সাহেব,কোলকাতার জনাব হজরত মাও: ক্বারী ওবাইদুর রহমান সাহেব,মহ: সাইফুর রহমান,মো: জাহিরুল হক সহ আরো অনেকে।এদিন ৯ জন শিশুকে দস্তারবন্দী করা হয়।

ল্যান্ড সার্ভেয়ার্স ইউনিয়ন-এর সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মন্দিরবাজার

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সেল্ফ এমপ্লয়েড ল্যান্ড অ্যান্ড সার্ভেয়ার্স ইউনিয়ন-এর ডাকে ১০ম তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আজ সকাল ৯ ঘটিকায় মন্দির বাজার কিড অ্যান্ড কিডস নার্সারি কে জি স্কুলে। এই অনুষ্ঠানে বারোটি ব্লক থেকে আগত আমিন সার্ভেয়ার প্রতিনিধিরা এসে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি মানিক চন্দ্র গায়েন, সাধারণ সম্পাদক শৈলেন হালদারসহ কয়েকশো সার্ভেয়াররা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রেস কনফারেন্স ব্যক্তিরা বলেন, বিভ্রান্তিকর ভুলেভরা এলআর ম্যাপ ও এলআর রেকর্ড বাতিল করে রাজ্যব্যাপী ভূমি জরীপ করে আপ-টু-ডেট হালফিল ম্যাপ তৈরি এবং প্রতিটি মৌজায় নূন্যতম ৬টি করে পিলার স্থাপনের ব্যবস্থা এবং ভূমির বর্তমান স্বত্বাধিকারীর রেকর্ড ও তার প্রেক্ষিতে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে। জন স্বার্থে সমস্ত জমির মালিক ও রায়তদের জমির দান নং চিহ্নিত করতে, স্কেল বাড়িয়ে নতুন আপ-টু-ডেট ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। ব্লক স্তরে পূর্ণাঙ্গ জরিপ দপ্তর খুলতে হবে।

মাধ্যমিক ২০২৪

ভৌত বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল এবং নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ

স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষ। সামনে মাধ্যমিক। এবার আপনজনের পাতায় শুরু হলো নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ, সর্বোচ্চ নম্বর তোলার কৌশল, এছাড়া থাকবে মডেল প্রশ্ন, তাছাড়াও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর। পরীক্ষার্থীদের জন্য সস্নেহে এগুলি প্রস্তুত করেছেন সাতটি বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ সরখেল। এ সপ্তাহের বিষয় ভৌত বিজ্ঞান। প্রস্তুত করেছেন জয়জিত চক্রবর্তী।

ভৌত বিজ্ঞান [বা প্রকৃতিবিজ্ঞান] এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি হল যুক্তিবদ্ধ বিষয় – পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন উভয়ই । সঠিক যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভৌতবিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলি বুঝে নেওয়া দরকার । তবে মুখস্থবিদ্যার প্রয়োগ করতে গেলেই বিষয়টি জটিলতর ও কঠিনতর হয়ে দাঁড়ায় । তাই প্রথমেই ছাত্রছাত্রীদের বলবো – সমস্ত কিছুই যুক্তির সাহায্যে বুঝে নিতে হবে । যেসব সূত্র বা গাণিতিক প্রয়োগমূলক প্রশ্নসমূহ এখনো দুর্বোধ্য লাগছে, তা আগে গৃহশিক্ষক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের থেকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝে নাও । ইন্টারনেট থেকেও সাহায্য নিতে পারো । তবে ইন্টারনেটে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য সঠিক নাও হতে পারে । তাই ইন্টারনেট থেকে নেওয়া যেকোনো তথ্য অবশ্যই শিক্ষদের কাছ থেকে যাচাই করে নাও । তোমাদের ভালো নাম্বার তোলার জন্যে রইলো কিছু কৌশল ও টিপ্স্

● সূত্র বা প্রকল্প লেখার ক্ষেত্রে যত্নবান হও । সূত্রে থাকা ধ্রুবক রাশিগুলি উল্লেখ করো এবং সূত্রটির গাণিতিক রূপ থাকলে তা অবশ্যই উল্লেখ করো ।

নমুনা প্রশ্ন । বয়েলের সূত্র লেখো । [2]

নমুনা উত্তর –

সূত্রের ধ্রুবকসমূহঃ ভর (m) ও উষ্ণতা (t)

সূত্রের বিবৃতিঃ স্থির উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ উহার আয়তনের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় ।

সূত্রের গাণিতিক রূপঃ কোনো আবদ্ধ গ্যাসের স্থির উষ্ণতায় চাপ p ও আয়তন V হলে, বয়েলের সূত্রানুযায়ী V 1/p অর্থাৎ pV = ধ্রুবক ।

সুতরাং কোনো আবদ্ধ গ্যাসের স্থির উষ্ণতায় p1 চাপে আয়তন V1 এবং p2 চাপে আয়তন V2 হলে, p1V1 = p2V2

● যদি সূত্র ব্যাখ্যার জন্যে চিত্রের দরকার হয় তাহলে তা দিয়ে দাও ।

নমুনা প্রশ্ন । ওহমের সূত্র লেখো । [2]

নমুনা উত্তর –

ধ্রুবক সমূহঃ উষ্ণতা (t) এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা যেমন পরিবাহীর উপাদান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ ইত্যাদি

বিবৃতিঃ উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, কোনো পরিবাহীর দুইপ্রান্তের বিভবপ্রভেদ উহার মধ্যে দিয়ে চলা প্রবাহমাত্রার সমানুপাতিক হয় ।

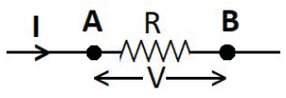

গাণিতিক রূপঃ কোনো পরিবাহীর দুইপ্রান্তের বিভবপ্রভেদ V এবং উহার মধ্যে দিয়ে প্রবাহমাত্রা I হলে, ওহমের সূত্রানুযায়ী V I অর্থাৎ V = IR ; যেখানে সমানুপাতিক ধ্রুবক R = পরিবাহীর রোধ ।

● সংজ্ঞা লেখার ক্ষেত্রে প্রশ্নে না বলা থাকলেও, যদি সম্ভব হয়, তাহলে উদাহরণ উল্লেখ করো।

● আলোর চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে প্রতিবার প্রতিসরণ বা প্রতিফলনের পরে আলোকরশ্মির গতিপথ বরাবর সঠিক দিক নির্দেশনা [তীরচিহ্ন দ্বারা] দেবে।

● পার্থক্যের প্রশ্নের ক্ষেত্রে পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করবে।

● রাসায়নিক বন্ধনের [লুইস ডট গঠন] ক্ষেত্রে তড়িৎযোজী ও সমযোজী যৌগের সংকেত অংকনের সময় পরস্পরছেদী বৃত্ত দ্বারা ইলেক্ট্রনগুলির অষ্টক পূর্ণ হয়েছে কিনা তা একবার মিলিয়ে দেখবে।

● রাসায়নিক গণনার ক্ষেত্রে সমীকরণটিকে অবশ্যই ব্যালেন্স করতে হবে এবং অঙ্কের শেষে একক উল্লেখ করবে

● পর্যায় সারণির প্রশ্নের ক্ষেত্রে, মৌলদের বিভিন্ন পর্যাবৃত্ত ধর্মগুলির উর্ধ্বক্রম, নিম্নক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রয়োজন।

● নিউক্লিয় বিভাজন ও সংযোজন কাকে বলে বা কোনটি আগে করা প্রয়োজন – এজাতীয় প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই বিক্রিয়া দেবে এবং মুক্ত শক্তির পরিমাণ লিখবে।

● তড়িৎ বিশোধন ও তড়িৎ লেপনের প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে কোনটিকে ক্যাথোডে এবং কোনটিকে অ্যানোডে রাখবে তা একবার যাচাই করে নেবে ।

● জৈব রসায়নে গঠন সংকেত লেখার সময় প্রতিটি C পরমাণু এবং তার সাথে যুক্ত অন্যান্য পরমাণুগুলিকে বন্ধন দ্বারা দেখাও । এখানে তোমরা অনেকেই অনবধানতাবশতঃ আণবিক বা আংশিক গঠন সংকেত লিখে চলে আসো । যেমন CH-3CH2OH কিন্তু ইথানলের গঠন সংকেত নয় ।

● জৈব রসায়ন এর IUPAC নামকরণের ক্ষেত্রে সঠিক ইংরেজি বানান সহ লেখা অত্যন্ত জরুরী এবং সেইসঙ্গে সঠিক মাত্রা যেমন কমা, হাইফেন স্পেস ব্যবহার যথাযথভাবে হয়েছে কিনা দেখবে । তোমরা কিন্তু বেশিরভাগই বাংলা শব্দে IUPAC নাম লিখে আসো।

● জৈব রসায়নে রূপান্তর করো জাতীয় প্রশ্নে প্রদত্ত যৌগ এবং রূপান্তরিত যৌগ – উভয়ের নীচে আন্ডারলাইন করে নাম লিখতে ভুলোনা । সঙ্গে সঠিক অণুঘটক, চাপ, তাপ বা অন্যান্য শর্ত সঠিকভাবে লেখা দরকার ।

পরিশেষে বলবো, অভ্যাসের বিকল্প হয়না । Practice makes you perfect । তাই গাণিতিক প্রশ্ন তো বটেই; উপরন্তু যা যা পড়বে ও শিখবে, তা বারংবার লিখে অভ্যাস করো । সবাইকে 2024 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে রইলো অনেক আগাম শুভেচ্ছা।

মাধ্যমিক ২০২৪

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ

GROUP C

Ch 1 পরিবেশের জন্য ভাবনা –

1. ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরে উষ্ণতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা লেখো ।
2. ওজোনস্তর ধ্বংসে মুক্ত মূলকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো ।
3. মিথানোজেনেসিস কি ?
4. সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির একটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখো ।

Ch 2 গ্যাসের আচরণ –

5. গ্যাসের অণুগুলির গতির উপরে উষ্ণতা ও চাপের প্রভাব লেখো ।
6. বেলুনে ফুঁ দিলে গ্যাসের চাপ ও আয়তন দুইই একসঙ্গে বাড়ে – এই ঘটনা কি বয়েলের সূত্রের পরিপন্থী ? ব্যাখ্যা করো ।
7. গ্যাসের মোলার আয়তন কি? STPতে উহার সীমাস্থ মান কত ?

Ch 5 আলো –

8. গোলীয় দর্পনের ক্ষেত্রে দর্পণে সৃষ্ট কোনো বস্তুর রৈখিক বিবর্ধন 2.5 বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করো ।
9. উত্তল দর্পণকে অভিসারী দর্পণ বলা হয় কেন ?
10. আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে স্নেলের সূত্রটি লেখ ।
11. চিত্রের সাহায্যে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের সংজ্ঞা দাও ।
12. চিত্রের সাহায্য লেন্সের আলোক কেন্দ্রের সংজ্ঞা দাও ।
13. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বর্ণালির দুটি প্রধান পার্থক্য লেখো ।
14. শূন্যস্থানে আলোর বিচ্ছুরণ হয়না কেন ?
15. মোটর গাড়িতে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কেন ?

Ch 6 প্রবাহী তড়িৎ -

16. রুপার রোধাংক 1.66×10^{-6} ওহম সেমি বলতে কি বোঝায় ?
17. দুটি 10 Ω রোধ কিভাবে যুক্ত করলে 5 Ω রোধ পাওয়া যায় ?
18. অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মটি লেখো ।
19. ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়মটি লেখো ।
20. বার্লোচক্র AC প্রবাহে কাজ করেনা কেন ?

Ch 8.1. পর্যায় সারণী –

26. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রের 1টি ত্রুটি এবং 1টি সাফল্য লেখ ।
27. আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখো ।
28. ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল কি ? উদাহরণ দাও ।
29. বিরল মৃত্তিকা মৌল/ল্যান্থানাইড কি? উদাহরণ দাও ।
30. হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল কেন বলে ?

Ch 8.2. আয়নীয় ও সমযোজী বন্ধন –

31. লুইস ডট গঠন অংকন করোঃ H_2O, CaO
32. মৌলগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় কেন ?
33. HCl সাধারণ উষ্ণতায় গ্যাসীয় কিন্তু NaCl সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায় কেন ?
34. অ্যামোনিয়া একটি সমযোজী যৌগ কিন্তু উহার জলীয় দ্রবণ তড়িতের সুপরিবাহী কেন ?
35. NaCl-এর আণবিক ওজন 56.5 না বলে NaCl-এর সংকেত ওজন 56.5 বলা উচিত কেন ?
36. দুটি মৌল A ও B-র পরমাণু ক্রমাংক যথাক্রমে 19 এবং 17 । মৌলদুইটির দুইটি পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে উৎপন্ন যৌগের সংকেত এবং উহাতে বর্তমান রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি কি হবে ?
37. নীচের যৌগগুলির মধ্যে সমযোজী এবং আয়নীয় যৌগগুলি চিহ্নিত করো – পটাশিয়াম ক্লোরাইড, তুঁতে, খাদ্যলবণ, অ্যামোনিয়া, ইথানল, জল, ক্যালশিয়াম অক্সাইড ।
38. অষ্টক পূর্তির অধিক ইলেকট্রন পূর্তি ঘটেছে এবং অষ্টক পূর্তি ঘটেনি অথচ সুস্থিত এরুপ যৌগের উদাহরণ দাও এবং উহাদের লুইস ডট গঠন দেখাও ।

Ch 8.3. তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া –

39. নীচের যৌগগুলির মধ্যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থগুলি চিহ্নিত করো – চিনির জলীয় দ্রবণ, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের জলীয় দ্রবণ, পারদ ।
40. কপার তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে অম্লায়িত কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোড এবং অ্যানোডে কি কি বিক্রিয়া ঘটে তা লেখো ।
41. MA_2 একটি তড়িৎযোজী যৌগ । জলীয় দ্রবণে উহা কি কি আয়নে বিশ্লিষ্ট হয় ?
42. অ্যালুমিনিয়ামের তড়িৎনিষ্কাশনের সময় গলিত অ্যালুমিনার সঙ্গে ক্রায়োলাইট এবং ফ্লুওস্পার মেশানো হয় কেন ?
43. তড়িৎলেপন কাকে বলে ? উহার উদ্দেশ্য কি ?
44. লোহার উপর তামার প্রলেপ দিতে ক্যাথোড এবং অ্যানোড হিসাবে কি কি ব্যবহার করবে ?
45. বিশুদ্ধ জলের তড়িৎবিশ্লেষণ করতে হলে তাতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাতে হয় কেন ?
46. তীব্র ও মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য কি? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও ।

Ch 8.1. পর্যায় সারণী –

GROUP D

Ch 2 গ্যাসের আচরণ –

1. চার্লসের সূত্রটি লেখো । এ থেকে কিভাবে পরম শূণ্য উষ্ণতার ধারণা পাওয়া যায় তা ব্যাখা করো ।
2. বয়েলের সূত্রটি লেখো এবং ব্যাখ্যা করো ।
3. চার্লস ও বয়েলের সমণ্বয় সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো ।
4. আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো ।
5. গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের প্রধান অঙ্গীকারগুলি লেখো ।
6. বাস্তব গ্যাসগুলি আদর্শ আচরণ থেকে কেন বিচ্যুত হয়? কোন শর্তে বাস্তব গ্যাসগুলি অনেকটা আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে ?

Ch 5 আলো –

7. একটি উত্তল লেন্সের সাহায্যে কিভাবে বিবর্ধিত অসদ্ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো ।
8. উত্তল দর্পণে উপাক্ষীয় রশ্মির ক্ষেত্রে প্রমাণ করো যেঃ $r = 2f$
9. একটি অবতল দর্পনের সামনে $2f$ দূরত্বে একটি বস্তু রাখা হলে প্রতিবিম্ব গঠনের চিহ্নিত চিত্রাংকন করো । উৎপন্ন প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো ।
10. একটি প্রিজমে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে দেখাও যে: $\delta = i_1 + i_2 - A$
11. X-রশ্মি, γ-রশ্মি ও UV-রশ্মির একটি করে ব্যবহার এবং ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা উল্লেখ করো ।
12. মানবচক্ষুর হ্রস্বদৃষ্টির সমস্যাটি কি ? ইহার কারণ কি ? কি জাতীয় লেন্সের দ্বারা কিভাবে ইহার প্রতিকার করা যায় ?

Ch 6 প্রবাহী তড়িৎ –

13. তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত জুলের সূত্রগুলি লেখো ।
14. ওহমের সূত্রটি লেখো এবং ব্যাখ্যা করো । এই সূত্র থেকে কিভাবে রোধের সংজ্ঞা পাওয়া যায় ?
15. একটি বার্লোচক্রে তড়িৎপ্রবাহের দিক বা চুম্বকের মেরুবর্তিতা পালটে দিলে কি হবে ? ইহাকে মডেল মোটর বলে কেন ?
16. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিটি সংক্ষেপে বিবৃত করো ।

Ch 8.1. পর্যায় সারণী –

17. তিনটি মৌলের পারমাণবিক ক্রমাংক যথাক্রমে 20, 14, এবং 16 । পর্যায় সারণিতে উহাদের অবস্থান লেখো । এ থেকে কোনটি ধাতু/অধাতু/ধাতুকল্প তা বলো ।
18. পর্যায় সারণির কোথায় সন্ধিগত মৌলগুলি পাওয়া যায় ? উহাদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো ।
19. পর্যায় সারণির কোথায় ক্ষারধাতুগুলি পাওয়া যায় ? উহাদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো ।
20. পর্যায় সারণির কোথায় হ্যালোজেনগুলি পাওয়া যায় ? উহাদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো ।

Ch 8.2. আয়নীয় ও সমযোজী বন্ধন –

21. আয়নীয় এবং সমযোজী যৌগের তিনটি প্রধান পার্থক্য লেখো ।
22. একটি মৌল A-র ইলেকট্রন বিন্যাস K2 L8 M1 এবং অপর একটি মৌল B-র ইলেকট্রন বিন্যাস K2 L8 M6 ; উহাদের দ্বারা গঠিত যৌগে বন্ধনের প্রকৃতি কিরুপ হবে ? গঠিত যৌগটির সংকেত এবং লুইস ডট গঠন দেখাও ।

Ch 8.3. তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া –

23. পরিবর্তী প্রবাহ দ্বারা তড়িৎ বিশ্লেষণ করা যায় না কেন ? উষ্ণতার সঙ্গে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের রোধ কিভাবে পরিবর্তিত হয় ?
24. ধাতব পরিবাহী এবং তড়িৎবিশ্লেষ্যের তিনটি পার্থক্য লেখো ।
25. কপার তড়িৎদ্বার এবং প্ল্যাটিনাম তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে তুঁতের জলীয় দ্রবণের আলাদাভাবে তড়িৎবিশ্লেষণ করা হলো । উভয়ক্ষেত্রে দুটি করে দৃশ্যগত পরিবর্তন এবং অ্যানোড বিক্রিয়া উল্লেখ করো ।
26. তড়িৎ লেপন কি? রুপার গহনাতে সোনার প্রলেপ দিতে কি কি পদার্থ তড়িৎ বিশ্লেষ্য, ক্যাথোড এবং অ্যানোড হিসাবে নেবে ?
27. তড়িৎ রাসায়নিক শ্রেণীর প্রথম পাঁচটি মৌলের ক্ষেত্রে তড়িৎ নিষ্কাশন প্রক্রিয়া আবশ্যক কেন ? অ্যানোড মাড কি ?

গাণিতিক প্রশ্ন

Ch 2 গ্যাসের আচরণ –

1. 70 cm Hg বায়ুমন্ডলীয় চাপে কিছু পরিমাণ আবদ্ধ গ্যাসের আয়তন 1.2 লিটার এবং উষ্ণতা – 23^0C । চাপ অপরিবর্তিত রেখে গ্যাসটির আয়তন সংকুচিত করে অর্ধেক করা হলো । গ্যাসটির অন্তিম উষ্ণতা কত হবে ?
2. প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 10 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে উপস্থিত CO_2 অণুর সংখ্যা কতো হবে ?
3. একটি গ্যাসের প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় আয়তন 500 cc । চাপ এবং উষ্ণতা দুইই দ্বিগুণ করা হলে উহার অন্তিম আয়তন কত হবে?
4. নির্দিষ্ট পরিমাণ আবদ্ধ গ্যাসের 50 cm Hg চাপে এবং 27^0C উষ্ণতায় আয়তন 75 cc ; আবার 80 cm Hg চাপে এবং 127^0C উষ্ণতায় আয়তন 62.5 cc । এই তথ্যগুলি থেকে পরম উষ্ণতার মান নির্ণয় করো ।
5. 20^0C উষ্ণতায় এবং 4.1 বায়ুমন্ডলীয় চাপে 1465 cc অক্সিজেন গ্যাসে অণুর সংখ্যা নিরুপণ করো ।
6. 738 mm Hg বায়ুচাপে এবং 67 ^0C উষ্ণতায় 15.2 cc অ্যামোনিয়া গ্যাসের ভর 9 g হলে অ্যামোনিয়ার আণবিক গুরুত্ব কত?

Ch 3 রাসায়নিক গণনা –

7. 4.4 g ফেরাস সালফাইডের সঙ্গে অতিরিক্ত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কত লিটার আয়তনের হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হবে ? [Fe = 56, S = 32]

8. 1 মোল কার্বনের সঙ্গে 2 মোল O_2 গ্যাসের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে গ্যাসীয় যৌগ CO উৎপন্ন হলো । এক্ষেত্রে – [ক] উৎপন্ন গ্যাস মিশ্রণে কোন কোন গ্যাস কি পরিমাণে থাকবে ? [খ] উৎপন্ন CO গ্যাসের ভর কত ? [C = 12, O = 16]

9. STP-তে 11.2 L NH_3 উৎপাদনের জন্যে কি পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে চুন মিশিয়ে উত্তপ্ত করতে হবে ? [N = 14, Ca = 40, Cl = 35.5]

10. 24 g কার্বনকে অতিরিক্ত বায়ুতে দহন করলে যে পরিমাণ CO_2 উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণ CO_2 পেতে গেলে কত পরিমাণ $CaCO_3$ –এর সঙ্গে লঘু HCl অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে ?

Ch 6 প্রবাহী তড়িৎ -

11. একটি পরিবাহী তারের রোধ 20 ওহম্ । উহাকে কেটে দুই টুকরো করে টুকরোদুটি একসাথে পাকিয়ে তৈরি করা নুতন তারের রোধ কত হবে?

12. একটি পরিবাহী তারকে টেনে লম্বায় দ্বিগুণ করা হলে, উহার রোধ মূল তারের রোধের কত গুণ হবে ?

13. 4টি সমান রোধকে প্রথমে শ্রেণীতে এবং পরে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করে আলাদা ভাবে একই তড়িৎ উৎসের সঙ্গে দুইবার যুক্ত করা হলো । দুটি ক্ষেত্রে – [ক] তুল্যরোধের অনুপাত কি হবে ? [খ] ব্যয়িত ক্ষমতার অনুপাত কি হবে ?

14. একটি পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে 2 A প্রবাহমাত্রা চলছে । উহার মধ্যে দিয়ে – ক] 2 মিনিটে প্রবাহিত মোট আধানের পরিমাণ কত? খ] ঐ সময়ের মধ্যে কতগুলি ইলেকট্রন উহার কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করবে ?

15. একটি বাড়িতে 2টি 220V-50W বৈদ্যুতিক বাতি প্রত্যহ 6 ঘন্টা, 2টি 220V-80W পাখা প্রত্যহ 12 ঘন্টা এবং 1টি 220V-1.5kW হিটার প্রত্যহ 1 ঘন্টা করে চলে । প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম 8 টাকা হলে, ঐ বাড়ির জুন মাসের বিদ্যুতের বিল কত হবে ?

16. একটি ব্যাটারির তড়িচ্চালক বল 9 V এবং আভ্যন্তরীণ রোধ 2.2 ohm । উহার সাথে 8 ohm এবং 12 ohm রোধের দুইটি রোধক সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত আছে । [ক] ব্যাটারি থেকে প্রেরিত প্রবাহমাত্রা, [খ] 8 ohm রোধে প্রবাহমাত্রা, [গ] 12 ohm রোধে ব্যয়িত ক্ষমতা, [ঘ] ব্যাটারির আভ্যন্তরীন বিভব পতন এবং [ঙ] বর্তনীর প্রান্তীয় বিভব পার্থক্য নির্ণয় করো ।

***

মাধ্যমিক রেজাল্ট-এর গুরুত্ব অনেক, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়

ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট মনোবিদ

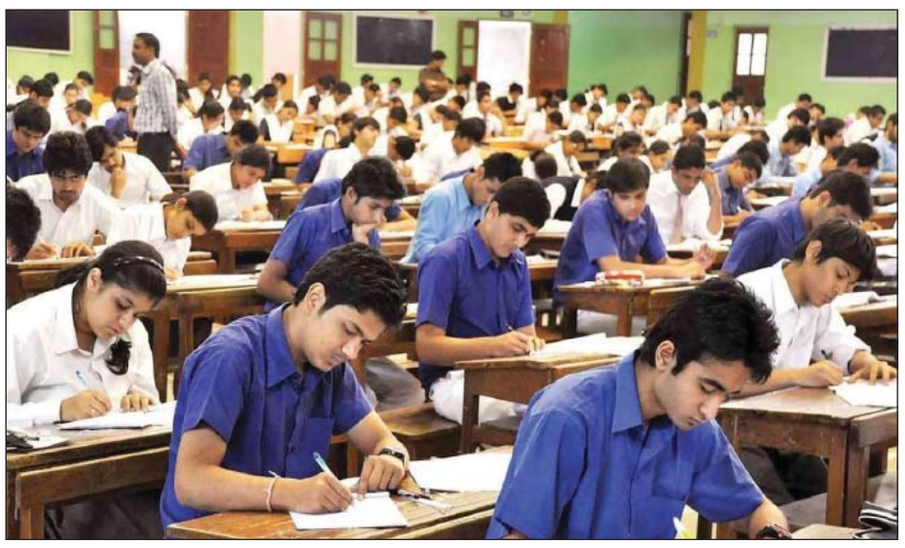

আমরা এতদিন ধরে তোমাদের শিখিয়েছি, নম্বর তুলে আনার কৌশল, সর্বোচ্চ নম্বর পেতে কোন কোন দিকে নজর দিতে হয়, কীভাবে উত্তরপত্র সাজালে পরীক্ষক খুশি হন ইত্যাদি। কিন্তু আজ একেবারে পরীক্ষার দোরগোড়ায় পৌঁছে তোমাদের বলছি, যার যেমন প্রস্তুতি হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। কনফিডেন্স সহকারে পরীক্ষা হলে লিখে আসবে। আর অবশ্যই সততা বজায় রাখবে। মনে রাখবে বড় হওয়ার এটাই নিয়ম। ফলাফল তো সবার একই হবে না। কারো কম - কারো বেশি। এটাই তো পরীক্ষার নিয়ম। অতঃপর যার একটু কম নম্বর আসবে, তার ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই, হতাশ হওয়আরও কোনো জায়গা নেই। মাধ্যমিক রেজাল্ট-এর গুরুত্ব অনেক। কিন্তু জীবন তো এখানেই থেমে থাকবে না, এরকম আরো অনেক অনেক পরীক্ষার সামনা-সামনি হতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ অনেক বার পাবে। উল্টোদিকে এটাও বলে রাখি, যারা সর্বোচ্চ নম্বর বা বেশ ভালো নম্বর পাবে, তারাও কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেও না। কারণ এ তো কেবল একটা ধাপ, যদিও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবুও এরকম অনেক ধাপ পেরোলে তবে দেখতে পাবে গন্তব্যের ঠিকানা। মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আর বারো দিন বাকি। রবিবার সন্ধ্যায় অনলাইনে অভিভাবকদের হাত ধরে অনুসন্ধানের অনলাইন আয়োজনে হাজির হয়েছিল এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। তাদের জন্য উপরের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শোনাতেই অনলাইনের এই আয়োজন। শুরু হওয়ার ঢের সময় বাকি থাকতে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা। জীবন বিজ্ঞানের ড. কমল কৃষ্ণ দাস, ভৌত বিজ্ঞানের নাজিম মল্লিক, অংকের নায়ীমুল হক, গৌরাঙ্গ সরখেল, কৌশিক সাধুখা, পান্থ মল্লিক, শুভজিৎ মাইতি প্রমুখ। প্রত্যেকে প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উজাড় করে দিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কিসে সুবিধা হবে, কোন কোন দিকগুলো বেশি নজর দিতে হবে, এমনকি এডমিট কার্ড পাওয়ার পর নিজের নাম ও সমস্ত বানান ঠিক আছে কিনা তাও দেখে নেয়ার সবক শিখিয়ে দেয়া হল।

সংক্ষিপ্ত এই আয়োজনের অবশ্যই মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন বিশিষ্ট মনোবিদ অধ্যাপক ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি সব থেকে বেশি জোর দিয়ে যা বললেন, তা হল, পড়াশোনা অনুশীলনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাতে হবে। ঘুম ঠিকমতো না হলে মাথা কাজ করে না। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। এমনটা যেন না হয়! পরীক্ষা দু'ঘণ্টা এগিয়ে এসেছে, তোমরাও তোমাদের প্রাত্যহিক রুটিন তেমনভাবেই বানিয়ে নেবে। অভিভাবকদের কাজ হল এই সময়ে শুধুমাত্র তাঁদের সন্তানদের পাশে থাকা। তারা যে পারবে, সেটা দৃঢ়তার সাথে বলা। কারো সাথে কোনো তুলনা একেবারেই নয়। মনে রাখতে হবে পারিবারিক প্রত্যাশার চাপ যত কম থাকবে, ততই পরীক্ষা ভালো হবে এবং নম্বর ভালো আসবে।

দু'ঘণ্টার এই ওয়েবিনারে পৌরোহিত্য করেন অনুসন্ধান কলকাতার সভাপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অভিভাবকদের জন্য তিনি বলেন পরীক্ষার সেন্টার কোথায় হচ্ছে তা জানার পর সেই স্কুলে গিয়ে আগেই ঘুরে আসবেন। কত সময় লাগে, কীভাবে পরীক্ষা হলে পৌঁছাবেন সবকিছু আগেই ঠিক রাখবেন। আর অ্যাডমিট কার্ড পাওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমেই যা করবে, তা হল, সমস্ত বানান অ্যাডমিট কার্ডে ঠিক আছে কিনা তা ভালো করে মিলিয়ে দেখে নেবে।

এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র ফোন ও ম্যাসেজ-এ কৃতজ্ঞতা জানান বহু অভিভাবক। বার বার করে বলেন, 'এই সময়ে খুবই প্রয়োজন ছিল এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান'।

অনলাইনেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল এতক্ষণ ধরে বসে থাকা ম্রিয়মাণ ছাত্র-ছাত্রীরাও, এখন বেশ ঝকঝকে তকতকে, বেশ তৎপর.....

বিদ্যালয় পড়ুয়াদের পরীক্ষা প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

সজল মজুমদার

শিক্ষক এবং প্রাবন্ধিক

শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী পরিপূর্ণ ক্রমবিকাশের এক সামগ্রিক ছেদহীন প্রক্রিয়া। অন্যদিকে বিদ্যালয় হল বৃহত্তর সমাজের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রকৃত সম্পদ হলো ছাত্রছাত্রীরা। প্রসঙ্গত প্রতিটি পড়ুয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। পর্যায়ক্রমিক এবং গঠনগত মূল্যায়ন এর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য যাচাইয়ে ' পরীক্ষা' ব্যবস্থা মূল্যায়ন করবার একমাত্র পন্থা। একজন শিক্ষার্থী যতই বুদ্ধিমান এবং মেধাবী হোক না কেন, পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল করতে না পারলে শিক্ষাগত উন্নতিতে সেটি তার ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, শিয়রে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষ মুহূর্তে প্রতিটি পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি তুঙ্গে রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলী মেনে চললে শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী ভাবে করতেই পারে। যেমন- পাঠক্রম শুরুর প্রথম দিন থেকেই হালকা হালকা করে প্রস্তুতি নেওয়া, যে কোন বিষয় মুখস্ত করবার পাশাপাশি মূল ধারণাটিকে বুঝে নেওয়া, ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি এবং মনোযোগ সহ পাঠ শ্রবন করা, কোন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষক এবং গৃহ শিক্ষকের কাছে বিশদে বুঝে নেওয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি যে কোন বার্ষিক পরীক্ষার এক থেকে দুমাস আগে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে যে বিষয়গুলো অনুসরণ করা একান্তই জরুরী তা হলো,- প্রতিটি বিষয়ে অন্তত দুটি করে নমুনা প্রশ্ন পত্রের উত্তর লেখা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট রাখা, প্রতিদিন ধ্যান এবং যোগা করা,যাতে মনসংযোগ তীক্ষ্ণ হয়, স্মৃতিশক্তি ও মন সতেজ থাকে, দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, এবং সেই অনুযায়ী সারাদিন অধ্যয়ন করা। সর্বোপরি ঠিক এই সময়ে বাড়ির অভিভাবক এবং বন্ধুদের সাথে পরীক্ষা প্রস্তুতির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা, এর ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি অনেকটাই কমবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তৎসহ অন্যতম মূল বিষয় যেটা,সেটা হলো পরীক্ষার বহু পূর্ব সময় থেকেই মোবাইলের প্রতি আসক্তি একেবারে কমিয়ে দেওয়া।তবে বেশিরভাগ পড়ুয়াদের মধ্যেই পরীক্ষার আগে অযথা উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নেতিবাচক ভাবনা দূর করতে হবে। সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মনে মনে বারবার করে পুনঃ স্মরণ করতে হবে। পরীক্ষার অন্তিম মুহূর্তে রাত জেগে পড়ার বদলে সময়মতো নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোনো একান্ত জরুরী। ইদানিং সময়ে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ পড়ুয়া ই বার্ষিক পরীক্ষা তেই হোক, অথবা বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষাতেই হোক, বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হচ্ছে, পরীক্ষায় প্রত্যাশিত আশানুরূপ ফল করতে পারছে না, এর অন্যতম কারণগুলো হলো - পাঠ্যা ভাসে অনীহা, দায়বদ্ধতার অভাব, দুর্বল পরীক্ষা প্রস্তুতি, পরীক্ষার সময় ' উদ্বেগ এবং চাপ ' অনুভব, ব্যর্থতার অহেতুক আগাম আশঙ্কা, লেখায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, বছরভর নিয়মিত পাঠ্যাভাসের অভাব, নির্দিষ্ট বিষয়ে আবছা ধারণা থাকার ফলে প্রশ্ন অনুযায়ী বেলাইন, অগোছালোভাবে উত্তর লেখা ইত্যাদি। তাই শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা প্রস্তুতি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক ধাপে ডিগ্রি অর্জনের উক্ত পরীক্ষাগুলোই একটি পড়ুয়ার আগাম ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণ তথা দিশা দেখাতে পথনির্দেশকের কাজ করে থাকে। সবশেষে, সকল শিক্ষার্থী তথা পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা রইলো।

শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য ...পাশেই আছি

আধুনিক শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

আবাসিক: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত (বালক)

ভর্তি চলিতেছে শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমাদের পরিষেবা: ▸▸ শান্ত নিরিবিলি, দূষণমুক্ত ঘরোয়া পরিবেশ ▸▸ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রদের পড়াশোনা করানো হয় ▸▸ উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ▸▸ খেলাধূলার সুবিধার জন্য মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ▸▸ বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

দুস্থ, মেধাবি ও এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ

দানবীর হেলথ কেয়ার

সপ্তাহিক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

দানবীরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়।

পরিচালনায়: দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন-৭১১৩১২

৯৭৩৪৩৮৭৫৫৮

৯১৪৩০৭৬৭০৮

Since 2011

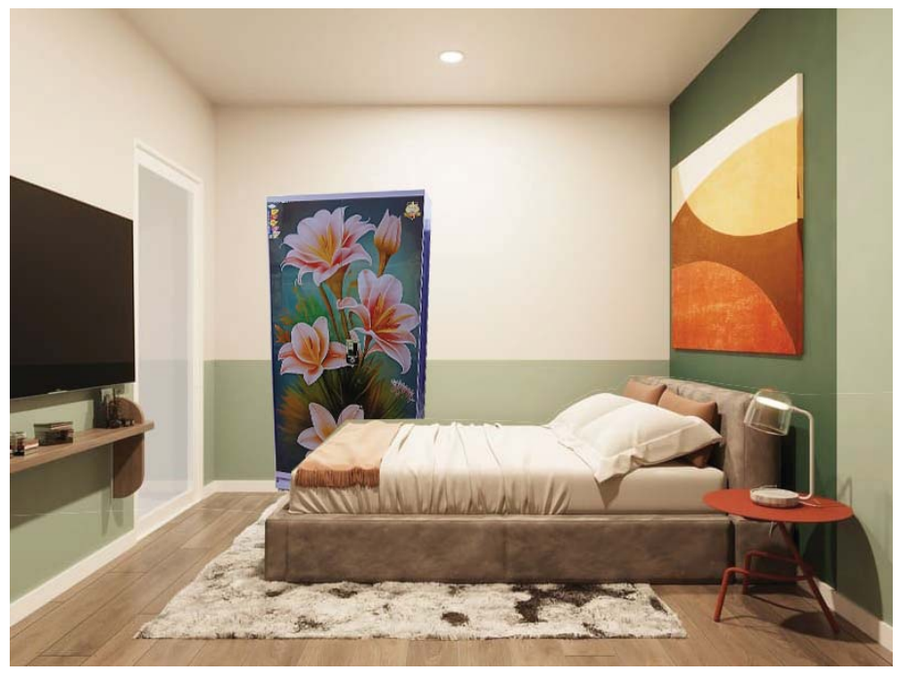

নামী, তবে দামি নয়

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি

পাউডার কোটেড

RIMEX

We Make Furniture For Needs

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন

৯৭৩২৮৮০১১০

rimexsteelandironofficial@gmail.com

লিভারপুলে বসে মিসরের বিদায় দেখলেন সালাহ

আপনজন ডেস্ক: চোট কাটিয়ে মোহাম্মদ সালাহর আর নেশনস কাপে ফেরা হচ্ছে না। গতকাল রাতে আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁর দল মিসর। সান পেদ্রোয় অনুষ্ঠিত ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে এ ম্যাচে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ১-১ গোলে সমতায় ছিল দুই দল। টাইব্রেকারে ৮-৭ গোলের জয়ে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন মিসরকে বিদায় করে কোয়ার্টার ফাইনালে গিনির মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত করেছে ডিআর কঙ্গো।
নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ৩৭ মিনিটে মেশচাক এলিয়ার গোলে এগিয়ে যায় কঙ্গো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে মোস্তফা মোহামেদের গোলে সমতায় ফেরে মিসর। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে ১০ জনের দলে পরিণত হয় তাঁরা। ৯৭ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিসরের লেফট ব্যাক মোহামেদ হামদি।
নেশনস কাপে নকআউটপর্বের খেলা টাইব্রেকারে গড়ানো যেন মিসরের অভ্যাস হয়ে গেছে! সর্বশেষ ২০২১ নেশনস কাপে নকআউটপর্বে মিসরের খেলা চার ম্যাচের তিনটিই টাইব্রেকারে গড়ায়। শেষ ষোলো ও সেমিফাইনাল টাইব্রেকারে জিতে ফাইনালেও স্নায়ু ক্ষয়ের এই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল 'ফারাও'দের।
সেবার আর শেষ রক্ষা হয়নি। এবার শেষ ষোলোয় টাইব্রেকারে ৭-৭ ব্যবধানে সমতায় আসার পর পেনাল্টি শট নিতে নামেন দুই দলের গোলকিপার। মিসরের গোলকিপার আবু গাবেল যিনি গাবাস্কি নামে পরিচিত, টাইব্রেকারে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে মারেন। কিন্তু ডিআর কঙ্গোর গোলকিপার লিওনেল মাপাসি পরের শটে লক্ষ্যভেদ করে দারুণ জয় এনে দেন কঙ্গোকে। আবিদজানে শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে গিনির মুখোমুখি হবে কঙ্গো।
এবার নেশনস কাপে গ্রুপপর্বে তিন ম্যাচের সবগুলো ড্র করে শেষ ষোলোয় উঠেছিল মিসর। গ্রুপপর্বে দ্বিতীয় ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন দলটির সেরা তারকা সালাহ। সেরে ওঠার জন্য ইংল্যান্ডে নিজ ক্লাব লিভারপুলে ফিরে যান তিনি। চোট কাটিয়ে টুর্নামেন্টটির শেষ দিকে মিসর দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তার আগেই মিসর বিদায় নেওয়ায় দেশের হয়ে আফ্রিকার শীর্ষ টুর্নামেন্ট জয়ের স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল সালাহর জন্য। এর আগে ২০১৭ ও ২০২১ নেশনস কাপে ফাইনালে উঠেও শিরোপা জিততে পারেননি সালাহ। অন্যদিকে কঙ্গো ২০১৫ সংস্করণে সেমিফাইনালে ওঠার পর নেশনস কাপে এই প্রথম নকআউট পর্বে জয়ের দেখা পেল। পিএসজির বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে আসা কঙ্গোর গোলকিপার মাপাসি ফরাসি ফুটবলে দ্বিতীয় স্তরের দল রোদেজে খেলেন। ম্যাচ শেষে ক্যানাল প্লাস আফ্রিকাকে তিনি বলেছেন, 'গাবাস্কি যখন শট নিতে এল, আমরা একে-অপরের চোখে তাকাই এবং তাকে দেখে নার্ভাস লাগছিল।' মাপাসি নিজের শট নেওয়ার আগে মুচকি হেসেছেন। হয়তো চাপ কাটিয়ে উঠতে মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছিলেন। জয়ের পর সেটাই বললেন, 'বলটা জায়গামতো বসিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখেছি। অনুশীলনে শেষ পেনাল্টিটি নেওয়ার কথা ভেবেছি এবং সৌভাগ্যবশত লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছি।'
আবিদজানে শেষ ষোলোয় অন্য ম্যাচে ইকুয়াটোরিয়াল গিনিকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে গিনি। যোগ করা সময়ে (৯৮ মিনিট) ম্যাচের শেষ শট থেকে হেডে গোল করে গিনিকে দারুণ জয় এনে দেন মোহাম্মেদ বায়ো। এর আগে ম্যাচের ৫৫ মিনিটে ১০ জনে পরিণত হয়েছিল ইকুয়াটোরিয়াল গিনি। বায়োকো ফাউল করায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফেদেরিকো বিকোরো। পেনাল্টি থেকে গোলের সুযোগও নষ্ট করেছে ইকুয়াটোরিয়াল গিনি।

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে আইসিসি ক্রমতালিকায় পাঁচ নম্বরে নামল ভারত

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ
(২০২৩-২৫)

দল	ম্যাচ	পয়েন্ট	শতকরা পয়েন্ট
অস্ট্রেলিয়া	১০	৬৬	৫৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	২	১২	৫০
নিউজিল্যান্ড	২	১২	৫০
বাংলাদেশ	২	১২	৫০
ভারত	৫	২৬	৪৩.৩৩
পাকিস্তান	৫	২২	৩৬.৬৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৪	১৬	৩৩.৩৩
ইংল্যান্ড	৬	২১	২৯.১৬
শ্রীলঙ্কা	২	০	০

*২৮ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের কাছে হায়দরাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে হারের পর আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পাঁচে নেমে গেছে ভারত। এ ম্যাচ শুরুর আগে দুইয়ে ছিল গত দুই আসরের রানার্সআপ ভারত।
হায়দরাবাদের আগে ৫৪ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শুধু অস্ট্রেলিয়ার পেছনে ছিল রোহিত শর্মার দল। ২৮ রানে হারের পর তাদের শতকরা পয়েন্ট এখন ৪৩.৩৩। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১-১ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তালিকার শীর্ষেও উঠেছিল ভারত। কিন্তু পাকিস্তানকে হারিয়ে আবার শীর্ষে উঠে যায় অস্ট্রেলিয়া।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে গ্যাবায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে হারলেও আগের মতোই শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের শতকরা পয়েন্ট ৫৫। ২, ৩ ও ৪ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ–তিন দলেরই এখন সমান ৫০ শতাংশ করে পয়েন্ট। অস্ট্রেলিয়ার অবস্থানের পরিবর্তন না হলেও তাদের বিপক্ষে দারুণ জয়ে পয়েন্ট বেড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৩৩.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে এখন ৭ নম্বরে তারা।
ক্যারিবীয়দের লাফের কারণে ভারতের বিপক্ষে জয়ের পরও সাত থেকে আটে নেমে গেছে ইংল্যান্ড। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এ চক্রে সবচেয়ে বেশি ১০টি টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬টি টেস্ট খেলেছে ভারত। ৫টি করে খেলেছে ভারত ও পাকিস্তান, ৪টি খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা খেলেছে ২টি করে ম্যাচ। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত একমাত্র সিরিজটি খেলেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।

টেস্ট হারার পর বুমরা পেলেন ডিমেরিট পয়েন্ট

আপনজন: চার দিনে নাটকীয় সমাপ্তির হায়দরাবাদ টেস্ট হেরে যাওয়ার পর আরেকটি হতাশার খবর পেলেন ভারতের ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরা। হায়দরাবাদ টেস্টে আইসিসির নিয়ম ভেঙে শাস্তি হিসেবে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি।
বুমরা নিয়ম ভেঙেছেন গতকাল, টেস্টের চতুর্থ দিনে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮১তম ওভারে ওলি পোপ একটি রান নেওয়ার জন্য ছুটছিলেন। সে সময় বিধিবহির্ভূতভাবে পোপের সামনে গিয়ে দাঁড়ান বুমরা এবং পোপের সঙ্গে তাঁর ধাক্কাও লাগে। আইসিসির নিয়মের ২.১২ ধারা ভেঙেছেন বুমরা। ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি, দর্শকসহ অন্য কোনো লোকের সঙ্গে বিধিবহির্ভূত শারীরিক সংঘর্ষ এর অন্তর্ভুক্ত। ২৪ মাসের মধ্যে এটাই বুমরার প্রথম বিধিভঙ্গের ঘটনা। তাই তাঁকে ভর্ৎসনা দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন ম্যাচ রেফারি। কিন্তু একটি ডিমেরিট পয়েন্ট ঠিকই জমা হচ্ছে তাঁর। বুমরার বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ এনেছিলেন মাঠের দুই আম্পায়ার পল রাইফেল ও ক্রিস গ্যাফানি, তৃতীয় আম্পায়ার মারাইস এরাসমাস এবং চতুর্থ আম্পায়ার রোহান পণ্ডিত।
পর্যায় ১-এর আইন ভঙ্গ করার সর্বোচ্চ শাস্তি সাধারণত আনুষ্ঠানিক ভর্ৎসনা, ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা এবং এক বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট। ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের দেওয়া শাস্তি বুমরা মেনে নিয়েছেন বলে এ বিষয়ে আর শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

বারাসাত-১ ব্লকের অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া বয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ফুটবল টুর্নামেন্ট। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বারাসাত-১ ব্লকের সভাপতি হালিমা বিবি, সহ-সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মন্ডল (বাবলু) সহ অন্যান্যরা। ছবি ও তথ্য - এম মেহেদী সানি

মাঠে হার্ট অ্যাটাক, মারা গেলেন পানামার সর্বোচ্চ গোলদাতা

আপনজন: বিশ্বকাপ খেলা পানামার সাবেক ফরোয়ার্ড লুইস তেহাদা গতকাল মারা গেছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, পানামা সিটির সান্তা লিব্রাদা অঞ্চলে শখের ফুটবল লিগে খেলার সময় মাঠেই হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন তিনি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মাঠ থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পর তেহাদাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ৪১ বছর বয়সী এ ফুটবলারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পানামা ফুটবল ফেডারেশন (ফেপাফুট)।
পানামা ফুটবল একবারই বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলেছে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত সে বিশ্বকাপে পানামার মূল পর্বে ওঠায় বড় ভূমিকা ছিল তেহাদার। পানামার হয়ে ১০৮ ম্যাচ খেলা তেহাদা দেশের জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাও (৪৩)। ২০০১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত খেলেছেন পানামার জার্সিতে। 'ম্যাটাডোর' নামে খ্যাত এ ফুটবলার ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে ২ ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৬ কোপা আমেরিকা শতবর্ষপূর্তি আসরে খেলার পাশাপাশি ২০০৫ গোল্ডকাপে পানামাকে ফাইনালে তোলার পথে যৌথভাবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়েছিলেন তেহাদা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ তেহাদার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে পানামা ফুটবল ফেডারেশন লিখেছে, 'আমাদের দেশে তিনি ফুটবল এবং ফুটবল উন্নয়নের সঙ্গে সমার্থক। আমরা যথাযথ শোক জানাচ্ছি। ম্যাটাডোর, আমরা আপনাকে কখনো ভুলব না।'
ফুটবল মাঠে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মাঠে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়ার পর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন ওমানের ফুটবলার মুখালেদ আল-রাকাদি। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে দুবাইয়ে মাঠে খেলার সময় ৩৫ বছর বয়সী ব্রিটিশ ফুটবলার আলফি নান হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়ে মারা যান। ২০২১ সালের জুনে ঘটেছিল আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা। ভাইয়ের স্মরণে খেলতে নেমে মাঠেই হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন ইতালিয়ান ক্লাব ফুটবলের খেলোয়াড় জিউসেপ্পে পেরিনো। মাঠে চিকিৎসক দল ছুটে গেলেও কাজ হয়নি। পরে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
২০১৬ সালে রোমানিয়ার লিগে মাঠে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন ক্যামেরুনের ফুটবলার প্যাটট্রিক একেং। হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ২০০৩ কনফেডারেশনস কাপে ক্যামেরুনের হয়ে খেলার সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান মার্ক ভিভিয়ান ফো।

মেসির বিপক্ষে খেলবেন না রোনাল্ডো?

আপনজন: সপ্তাহখানেক আগে ইনজুরিতে পড়েন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। দলের সেরা তারকা চোটাগ্রস্ত হওয়ায় চীনে পূর্ব নির্ধারিত দুটি প্রীতি ম্যাচ বাতিল করে আল নাসর এফসি। এতে রিয়াদ সিজন কাপে লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে ম্যাচেও অনিশ্চিত হয়ে পড়েন পর্তুগিজ সুপারস্টার। অনিশ্চয়তা কাটেনি, মাংস পেশীর চোট সারিয়ে রোনাল্ডো পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মেসির মুখোমুখি হতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি আল নাসর। এরইমধ্যে চীন থেকে সৌদি আরবে ফিরে অনুশীলনও করেছে দলটি। যেখানে দেখা যায়নি রোনাল্ডোকে। আজ ইন্টার মায়ামি-আল হিলালের ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ফ্রেন্ডলি টুর্নামেন্ট রিয়াদ সিজন কাপ। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি প্রতিযোগিতাটির দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি ও আল নাসর এফসি। এই ম্যাচ দিয়েই ৬ মাস পর ফের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মেসি ও রোনাল্ডোর।
স্প্যানিশ দৈনিক দিয়ারিও এএস জানিয়েছে, রোনাল্ডোর চোট নিয়ে আল নাসরের পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি দেয়া হয়নি।

পোপের সঙ্গে হাত মেলাতে চান দ্রাবিড়

আপনজন: ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস প্রশংসাপত্র দেওয়ার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জনটা উঠেছে। উপমহাদেশের মাটিতে এটাই কি ইংল্যান্ডের কোনো ব্যাটসম্যানের খেলা সেরা ইনিংস?
প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া কঠিন। সেই ১৯৩৩ সাল থেকে ভারত সফর করছে ইংল্যান্ড দল। স্টোকস অবশ্য অত হিসাব-নিকাশের ধার ধারেননি। নিজের সময় বিচার করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। আর সে সময় বিচারে স্টোকসের কাছে পোপের ১৯৬ রানের ইনিংসটি 'উপমহাদেশের মাটিতে কোনো ইংলিশ ব্যাটসম্যানের খেলা সেরা ইনিংস।'
শুধু স্টোকস কেন, পোপ এই ইনিংস খেলার পথে যেভাবে ব্যাট করেছেন, সেটা দেখেই তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে চান ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়।
হায়দরাবাদের টেস্টের ফল এতক্ষণে সবার জানা। প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের এক গল্প লিখে ভারতকে ২৮ রানে হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। আর সেখানে পোপের ১৯৬ রানের ইনিংসটির অবদান অসামান্য। পিছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতকে ইংল্যান্ড জয়ের জন্য ২৩১ রানের লক্ষ্য দিতে পেরেছেও ওই ইনিংসটির কল্যাণে। পরে টম হার্টলির (৭/৬২) বোলিংয়ে জয় তুলে নেয় ইংল্যান্ড। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে দ্রাবিড় বলেছেন, ইংল্যান্ডের জয়ে চাবিকাঠি ছিল ভারতের বিশ্বমানের স্পিনারদের বিপক্ষে প্রতি-আক্রমণ এবং রিভার্স সুইপে খেলা ওলি পোপের ইনিংসটি।

খেলায় যুব শক্তিকে উৎসাহ দিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: ইংরেজী নব বর্ষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যুব শক্তিকে উৎসাহ দিতে নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী আয়োজিত হলো ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। রবিবার সকাল থেকেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নলহাটি ২ নাম্বার ব্লকের নওয়াপাড়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। নেওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিপন সেখের পরিচালনায় একদিন ব্যাপী শর্ট লং ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন তার পঞ্চায়েত এলাকার দশটি গ্রাম থেকে দশটি টিম খেলায় অংশ গ্রহণ করেন।ফাইনাল খেলায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বেলুয়া বনাম নওয়াপাড়া। বেলুয়াকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন নওয়াপাড়া। খেলা শেষে দুই দলকেই পুরস্কৃত করা হয়।খেলায় যুব শক্তিকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ২ নং ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাস, বীরভূম জেলা পরিষদের প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য আবু জাহের রানা, রেজাউল হক, বরুন ভট্টাচার্য সহ এলাকা স্থানীয়□বিশিষ্ঠ জনেরা।

হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: সোমবার হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসার ২০২৪ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।শীতের আমেজ গায়ে মেখে খেলার মাঠে অসাধারণ প্রদর্শনী উপস্থাপনা করে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা।প্রতিযোগিতার শুরুতে মনোজ্ঞ ড্রিল প্রদর্শনী,মার্চ পাস্ট করে ছাত্রছাত্রীরা।উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা।প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়,পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক মৌসুমী সরকার, পরিচালন সমিতির সম্পাদক মোঃ আফতাবউদ্দিন,প্রধান শিক্ষক এসকার আলী সেখ, স্থানীয় কাউন্সিলর সিরাজুল হক, শিক্ষক শাহরিয়ার হোসেন, মনিরুল ইসলাম, জুলফিকার আলী,আতিকুর রহমান, কামাল হোসেন, নাসিম রেজা, সেকেন্দার আলী,মাহবুবুর রহমান, শতরূপা দেব,নূরজাহান কাজী,সাহানা নার্গিস,রিমি দাস সহ বিশিষ্টজনেরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**